মধ্য-লীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ ২

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥ ৩

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিচ্ছেদ ইতি। প্রভো গৌরস্য অস্মিন্ অন্ত্যলীলা-সূত্রবর্ণনে বিচ্ছেদে বিরহোন্মাদে কৃষ্ণবিচ্ছেদে নন্দ-নন্দনোপলক্ষবিরহে প্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে ময়া ইতি শেষঃ। ইতি শ্লোকমালা। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় নমঃ॥ শেষ দ্বাদশ বৎসরে কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলাপাদিতেই মহাপ্রভুর দিনরাত্রি অতিবাহিত হইত। এই পরিচ্ছেদে এইরূপ কয়েকটী প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য-লীলায় অন্ত্যলীলার প্রলাপ-বর্ণনের হেতু পরবর্ত্তী ৭৯-৮০ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১। অন্বয়। অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে (অন্ত্যলীলার সূত্রানুবর্ণনবিশিষ্ট) অস্মিন্ (এই) বিচ্ছেদে (পরিচ্ছেদে) প্রভোঃ গৌরস্য (শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর) কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাপাদি) অনুবর্ণ্যতে (বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ। অন্ত্যলীলার সূত্রানুবর্ণনবিশিষ্ট এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাপাদি বর্ণিত হইতেছে। ১।

এই শ্লোকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী প্রথম বার বৎসরের লীলার সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে; অবশিষ্ট বার বৎসরে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই প্রভুর দিনরাত্রি অতিবাহিত হইত।

৩। **শ্রীরাধিকার চেষ্টা** ইত্যাদি—২।১।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে একবার উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন; (তাঁহার এই উন্মাদ-দশার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে); শেষ দ্বাদশ বৎসরও প্রভুর তদ্রূপ উন্মাদ-অবস্থাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। **চেষ্টা**—কায়িক ব্যাপার।

৪। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা। **বিরহ-উন্মাদ**—কৃষ্ণবিরহজনিত উন্মত্ততা; দিব্যোন্মাদ। **ভ্রমময় চেষ্টা**—ভ্রান্তিময় আচরণ; নিজেকে অপর, অপরকে নিজ বলিয়া মনে করা; যাহা সাক্ষাতে নাই, তাহা আছে বলিয়া এবং যাহা আছে, তাহা সাক্ষাতে নাই বলিয়া মনে করা—ইত্যাদিই ভ্রমময় চেষ্টা। **প্রলাপ**—ব্যর্থ বাক্য; অকারণ

রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৫
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘষে,—ক্ষত হয় সব ॥ ৬
তিনদ্বারে কবাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিন্ধুনীরে ॥ ৭
চটক-পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধনভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কথা বলা। **বাদ**—বচন, কথা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মহাপ্রভুর চিত্ত এতদূর বিভ্রান্ত হইয়াছিল যে, তিনি এক করিতে যাইয়া আর করিয়া বসিতেন, সর্ব্বদা অকারণ-বাক্য বলিয়া প্রলাপ করিতেন।

৫। **রোমকূপে রক্তোদ্গম**—রোমকূপ দিয়া রক্ত বাহির হইত। অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারের একটী হইল স্বেদ বা ঘর্ম্ম; ইহারই তীব্রতম অবস্থাতেই বোধ হয় স্বেদের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইত। **হালে**—নড়ে। **দন্তসব হালে**—দাঁতগুলি সমস্ত নড়িত (বিরহ-স্ফূর্ত্তি-কালে)। **ক্ষণে অঙ্গ** ইত্যাদি—দেহ কখনও ছোট হইত, কখনও বা বড় হইত; কখনও কৃশ হইত, কখনও বা স্থূল হইত। ছোট হইয়া একবার প্রভু কূর্ম্মাকৃতি হইয়াছিলেন, হস্ত-পদাদি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল (অন্ত্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)। আর একবার প্রভুর দেহ বড় হইয়া পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়াছিল—এক এক হস্তপদ প্রায় তিন হাত দীর্ঘ হইয়াছিল, অস্থিগ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হইয়াছিল (অন্ত্যলীলা, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)। এসমস্ত কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত-বিকার। **ক্ষীণ**—কৃশ। **ফুলে**—ফুলিয়া উঠে; মোটা হয়। পরবর্ত্তী ১১।১২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬। **গম্ভীরা**—অভ্যন্তর গৃহ, বাড়ীর ভিতরের নির্জ্জন গৃহকে গম্ভীরা কহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীমৎ কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যে গম্ভীরায় বাস করিতেন, তাহা অদ্যপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে প্রভুর পাদুকা ও ছেঁড়া কাঁথা অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। **নিদ্রালব**—নিদ্রার লেশ। গম্ভীরার মধ্যে মহাপ্রভু রাত্রে একটু মাত্রও ঘুমাইতেন না। **ভিত্ত্যে**—দেওয়ালে; গম্ভীরার ভিতরের দেওয়ালে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখভরে ঘরের দেওয়ালে মুখ ও মাথা ঘষিতেন; তাহাতে মুখে ও মাথায় ক্ষত হইয়া যাইত এবং ঐ ক্ষত স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইত। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত প্রমাণদ্বয়ে প্রাচীর অর্থে ভিত্তিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। **তিনদ্বারে কবাট**—কাশীমিশ্রের বাড়ীর যে গম্ভীরা-ঘরে মহাপ্রভু থাকিতেন, সেই গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া তিনটা ফটক পার হইলে তার পরে বাহিরের রাস্তায় আসা যায়। এই তিন ফটকের কোন এক ফটকের দরজা বন্ধ থাকিলেও গম্ভীরা হইতে আর বাহিরের রাস্তায় আসা যায় না। কিন্তু এই তিন ফটকের প্রত্যেক স্থলের কপাট বন্ধ থাকিলেও কোনও কোনও দিন মহাপ্রভু বাহির হইয়া আসিতেন। কিরূপে আসিতেন? ছাঁদে উঠিবার জন্য উপরে যে দরজা ছিল, গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া সেই দরজা দিয়া ছাদের উপরে উঠিয়া উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রভু লাফাইয়া বাহিরের রাস্তায় পড়িতেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন:—

উর্দ্ধদ্বারেণ উপরিচত্বরং গত্বা তত্রস্থামুচ্চভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য বহির্গত ইত্যর্থঃ।

রঘুনাথ-দাসগোস্বামী তাঁহার "শ্রীচৈতন্য-স্তবকল্পবৃক্ষে" এইরূপ লিখিয়াছেন:—অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচ ভিত্তিত্রয়মহো বিলজ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ। অর্থাৎ তিন দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিঙ্গদেশজাত গাভীদের মধ্যে নিপতিত হন। **সিংহদ্বার**—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের সদর-দরজাকে সিংহদ্বার বলে। ভাবাবেশে মহাপ্রভু কোনও কোনও সময়ে এই স্থানে পড়িয়া থাকিতেন। **সিন্ধুনীরে**—সমুদ্রের জলে।

৮। **চটক-পর্ব্বত**—পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতের নাম। **গোবর্দ্ধন-ভ্রমে**—ভ্রমবশতঃ চটকপর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন বলিয়া মনে করিয়া। **ধাঞা চলে**—দৌড়াইয়া যায়েন, শ্রীকৃষ্ণকে সেইস্থানে পাইবার আশায়।

উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাহাঁ যাই নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥ ৯
কাহাঁ নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১০
হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতস্তিপ্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ ১১
হস্তপদ শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১২
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা—বাক্যে হাহা হুতাশ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর্ত্তনাদে ইত্যাদি—"বঁধু, তোমার বিরহযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না, দয়া করিয়া একবার দর্শন দাও, দর্শন দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও"—ইত্যাদি রূপে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে।

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়—তাঁহার লীলা ও লীলাস্থলীর বিষয়ই—চিন্তা করিতেন; অন্য কোনও চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না, অন্য কোনও অনুসন্ধান তাঁহার থাকিত না; এসময়ে তিনি যাহা কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন, তাহাও তাঁহার চিন্তার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াই তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইত; সমস্ত ঐকান্তিকী চিন্তাতেই এইরূপ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রভু একদিন অভ্যাস বশতঃ—সমুদ্র স্নানে যাইতেছেন; মনে মনে তখন বোধ হয় গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের গো-চরণের কথাই ভাবিতেছিলেন; অকস্মাৎ চটক-পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি মনে করিলেন--তিনি যেন গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকেই দেখিতেছেন; অমনি মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ তো এই স্থানেই ক্রীড়া করিতেছেন; আর অমনি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার আশায় দ্রুতপদে চটক-পর্ব্বতের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন।

৯। **উপবনোদ্যান**—উপবন ও উদ্যান। যে বাগানে ফলের গাছই বেশী, তাহাকে বলে উদ্যান; আর যে বাগানে ফুলের গাছই বেশী, তাহাকে বলে উপবন।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় উপবন ও উদ্যান দেখিলে প্রভুর মনে হইত, তিনি যেন বৃন্দাবন দেখিতেছেন; তাই তিনি সেস্থানে যাইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

১০। **কাঁহা**—কোথাও। **ভাবের বিকার**—প্রেম-জনিত ভাবের বিকার। **শরীরে প্রচার**—শরীরে অভিব্যক্ত।

শাস্ত্রাদিতে বা লোকপরম্পরায় আগত লীলাদির বর্ণনায় যে সমস্ত প্রেমবিকারের কথা শুনা যায় না, কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট প্রভুর দেহে সে সমস্ত বিকারও প্রকটিত হইত। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এরূপ অদ্ভুত দুইটী বিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১১। **হস্তপদ-সন্ধি**—হাত-পায়ের সন্ধি। **সন্ধি**—গ্রন্থি, অস্থি-জোড়ার স্থান। **বিতস্তি**—এক বিঘত। ভাবাবেশে সময় সময় মহাপ্রভুর শরীরের অবস্থা এরূপ হইত, যে, অস্থির জোড়াগুলিতে প্রায় এক বিঘত পরিমাণ ফাঁক হইয়া যাইত, ফাঁক যায়গায় চামড়া ব্যতীত আর কিছুই থাকিত না।

১২। কোন কোন সময়ে ভাবাবেশে মহাপ্রভুর হাত, পা ও মাথা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত; তখন তাঁহাকে দেখিলে যেন কূর্ম্মের মত মনে হইত। **কূর্ম্ম**—কচ্ছপ।

ভাবাবেশে প্রভুর অস্থি-গ্রন্থির শিথিলতা এবং কূর্ম্মাকৃতি ধারণ সম্বন্ধে ৩।১৪।৬৩ এবং ৩।১৭।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। **শূন্যতা**—খালি খালি ভাব; "আমার বলিতে যেন কোথায়ও কিছু নাই"—এইরূপ ভাব। **বাক্যে**—মুখে। কোনও কোনও গ্রন্থে "বাহ্যে" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—অর্থ বাহিরে।

বিরহ-বিহ্বলতা যে প্রভুর দেহ, মন ও বাক্য—সমস্তের উপরেই ক্রিয়া করিয়াছে, তাহাই বলা হইল।

'কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ ১৪
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-বিনু ফাটে মোর বুক ॥' ১৫
এইমত বিলাপ করে— বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৬

তথাহি জগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।৯)—
প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতিহরির্নায়ংনচ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতিনাপিমদনোজানাতিনোদুর্ব্বলাঃ
অন্যো বেদ নচান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধে কাগতিঃ ॥২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রেমচ্ছেদ ইতি। অয়ং হরিঃ নন্দনন্দনঃ প্রেমচ্ছেদরুজঃ বিরহজনিতাঃ পীড়াঃ নাবগচ্ছতি ন জানাতি চ পুনর্ব্বা ইহ আশ্চর্য্যে। প্রেমা স্থানাস্থানং নাবৈতি উত্তমাধমস্থানং ন জানাতি। মদনোঽপি কন্দর্পোঽপি নোঽস্মান্ দুর্ব্বলাঃ রমণহীনাঃ ন জানাতি। অন্যো জনঃ অন্যদুঃখং অন্যেষাং জনানাং দুঃখং অখিলং পীড়াসমূহং ন চ বেদ ন জানাতি। বা ইতি প্রশ্নে। জীবনং ন আশ্রবং বিশ্বসনীয়ং ন ভবতি। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণি দিনানি ব্যাপ্য স্থাস্যতি ন তু বহুকালং হাহেতি খেদে। হে বিধে হে বিধাতঃ মম কা গতির্ভবিষ্যতি বদ ইত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৪। **কাহাঁ করোঁ**—কি করিব। **কাহাঁ পাঙ**—কোথায় পাইব।

১৬। **বিলাপ**—দুঃখসূচক বাক্য। **রায়ের নাটক**—রায় রামানন্দের কৃত জগন্নাথবল্লভ-নাটক। **নাটক-শ্লোক**—জগন্নাথবল্লভ-নাটক হইতে স্বীয় ভাবের অনুকূল শ্লোক।

নিম্নে জগন্নাথবল্লভ-নাটকের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, যে ভাব ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, সেই ভাবটী পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে প্রভুর প্রলাপ-বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অয়ং (এই) হরিঃ (হরি—শ্রীকৃষ্ণ) প্রেমচ্ছেদরুজঃ (প্রেমবিচ্ছেদজাত রোগ) ন অবগচ্ছতি (অবগত নহেন)। চ প্রেম বা (এবং প্রেমও) স্থানাস্থানং (স্থানাস্থান) ন অবৈতি (জানেনা)। মদনোঽপি (মদনও) নঃ (আমাদিগকে) দুর্ব্বলাঃ (দুর্ব্বল বলিয়া) ন জানাতি (জানেনা)। চ অন্যঃ (এবং অন্য ব্যক্তি) অন্যদুঃখং (অন্যজনের দুঃখ) অখিলং (সমস্ত) ন বেদ (জানেনা)। বা জীবনং (জীবনও) ন আশ্রবং (বিশ্বসনীয় নহে)। ইদং (এই) যৌবনং (যৌবন) দ্বিত্রীণি (দুই তিন) এব দিনানি (দিনই) [ব্যাপ্য স্থাস্যতি] (থাকিবে)। হা হা বিধে (হে বিধাতঃ) কা গতিঃ (কি গতি হইবে)।

অনুবাদ। এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিচ্ছেদজাত রোগ অবগত নহেন; প্রেমও আবার স্থানাস্থান কিছুই জানে না। কন্দর্পও আমাদিগকে দুর্ব্বল জানে না। অন্য লোকও অন্যলোকের দুঃখ সমস্ত বুঝিতে পারে না। আমার জীবনকেও বিশ্বাস নাই (অর্থাৎ জীবন চঞ্চল, আমার কথায় চিরদিন থাকিবে না)। এই যৌবনও দুই তিন দিনই (অল্প সময়ই) থাকিবে। হে বিধাতঃ! এখন আমার কি গতি হইবে?। ২।

শ্রীললোচনদাসঠাকুর উক্তশ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ঃ—"সখি হে কি কহব সে সব দুঃখ। আমার অন্তর, হয় জর জর, বিদরিয়া যায় বুক ॥ ধ্রু ॥ প্রেমের বেদন, না জানে কখন, নিদয় নিঠুর হরি। কুলিশ সমান, তাহার পরাণ, বধিতে অবলা নারী ॥ প্রেম দুরাচার, না করে বিচার, স্থানাস্থান নাহি জানে। সে শঠ লম্পট, কুটীল কপট, নিশিদিশি পড়ে মনে ॥ হাম কুলবতী, নবীনা যুবতী, কানুর পীরিতি কাল। তাহাতে মদন, হইয়া দারুণ, হৃদয়ে হানয়ে শাল ॥ আনের বেদন, নাহি জানে আন, শুনলো পরাণ সখি। মোর মনোদুঃখ, তুমি নাহি দেখ, আনজনে কাঁহা লখি ॥ কি দোষ তোমার, পরাণ হামার, সেই মোর বশ নয়। কানু-বিরহেতে বলিতে যাইতে, তথাপি প্রাণ না যায় ॥ নারীর যৌবন, দিন দুই তিন, যেন পদ্মপত্রের জল। বিধি মোরে বাম, না হেরিল শ্যাম, আমার করম-ফল ॥ সখির সদন, করি বিলপন, সজল-নয়ন ধনী। হেরিয়া লোচন, আশ্বাস-বচন, কহে যুড়ি দুই পাণি ॥"

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥
উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগরাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী-বধে সাবধান॥ ১৭

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

প্রেমচ্ছেদরুজঃ—প্রেমের ছেদজনিত রোগ-সমূহ; প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইলে যে বেদনা জন্মে, তাহা। **ন অবগচ্ছতি**—জানেন না। প্রেমের বিচ্ছেদজনিত যাতনা কিরূপ দুর্ব্বিসহ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন না; যদি জানিতেন, তাহা হইলে স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা আমার মন হরণ করিয়া, আমাকে তাঁহার বিনা মূল্যের দাসী করিয়া পরে আমাকে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে আমাকে তাঁহার বিরহজনিত দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত করিতে পারিতেন না। **প্রেম বা** ইত্যাদি—প্রেমও আবার স্থানাস্থান—উত্তম বা অধম স্থান—বিচার করে না; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই প্রেম অবাধ গতিতে চলিতে থাকে, সকলকেই আলিঙ্গন করিতে থাকে; যদি পাত্রাপাত্র বিচারের ক্ষমতা তাহার থাকিত, তাহা হইলে এই নিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করার পূর্ব্বে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিত—ইঁহার আমাকে প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনা আছে কিনা। **দুর্ব্বলাঃ**—দুর্ব্বলা; রমণহীনা; শ্রীকৃষ্ণহীনা। আমাদের রমণ শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের নিকটে নাই, মদনও তাহা জানেনা; যদি জানিত,—তাহা হইলে রমণহীন অবস্থায় আমাদিগকে তাহার পঞ্চশরে জর্জ্জরিত করিত না। (পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই শ্লোকের বিশদ-ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে।) স্বীয় সখী মদনিকার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি এই শ্লোক।

শ্রীশ্রীরায়রামানন্দকৃত জগন্নাথবল্লভ-নাটক-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়—একসময়ে সখিবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধা বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখাগণকে লইয়া বৃন্দাবনের অপর এক অংশে অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবাৎ দূর হইতে তাঁহারা পরস্পরকে দর্শন করিয়া পরস্পরের রূপাদিতে মুগ্ধ হইয়া যায়েন। উভয়েই উভয়ের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শ্রীরাধা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া শশীমুখী-নাম্নী সখীর যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে একখানি প্রেমপত্রী পাঠাইলেন; তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুল; এক্ষণে শ্রীরাধার স্বহস্তলিখিত প্রেমপত্রী পাঠ করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলেও তিনি অতি কষ্টে স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া একটু ঔদাসীন্য দেখাইলেন; শশীমুখীর যোগে পতিসেবা ও কুলধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই শ্রীরাধাকে উপদেশ দিলেন। প্রত্যাখ্যাত হইয়া শশীমুখী শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলে হতাশচিত্তে শ্রীরাধা "প্রেমচ্ছেদরুজঃ" ইত্যাদি শ্লোকে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধার প্রেমের গাঢ়তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বাহ্যিক উপেক্ষা দেখাইলেন। তাহার ফলে মিলনের জন্য যে উৎকণ্ঠাতিশয্য জন্মিয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী মিলনের সুখকে পরিপুষ্ট করিয়াছে।

শ্রীরাধার এই সময়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু "প্রেমচ্ছেদরুজঃ"-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং এই শ্লোক পাঠ-কালে প্রভুর মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সবেমাত্র শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানে এই সদ্যোজাত প্রেমাঙ্কুর হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল; তাই তিনি খেদের সহিত বলিয়াছেন—"উপজিল প্রেমাঙ্কুর"-ইত্যাদি।

১৭। **উপজিল**—উৎপন্ন হইল, জন্মিল। **প্রেমাঙ্কুর**—প্রেমের অঙ্কুর, প্রেমের প্রথম বিকাশ। **উপজিল প্রেমাঙ্কুর**—এইমাত্র উপজিল, এমন যে প্রেমাঙ্কুর; যে প্রেমের অঙ্কুর এইমাত্র উৎপন্ন হইল।

ভাঙ্গিল—ভাঙ্গিলে, ভগ্ন হইলে, নষ্ট হইলে। **দুঃখপুর**—দুঃখরাশি। **ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর**—ভগ্ন হইলে যে দুঃখরাশি জন্মে। **নাহি করে পান**—অনুভব করে না; অবগত নহে।

সখি হে ! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ধ্রু॥ ১৮
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর-শঠের গুণডোরে, হাথে-গলে, বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপজিল···পান—প্রেমের অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়া মাত্রই যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যে অশেষ দুঃখ জন্মে, কৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে পারেন না। (ইহা মূল শ্লোকের "প্রেমচ্ছেদ···হরির্নায়ং" এই অংশের অর্থ)।

নবজাত প্রেমভঙ্গের দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। **শঠ**—যিনি সম্মুখে প্রিয় কার্য্য করেন, অসাক্ষাতে অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করেন, এবং গোপনে অপরাধ করেন, তাহাকে শঠ বলে। প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥—উজ্জ্বল-নীলমণি। নায়ক। ২৯॥

পরনারী-বধে—পরনারীর প্রাণনাশের ব্যাপারে; পরনারীর প্রাণবধ করিতে। **সাবধান**—অতি নিপুণ।

বাহ্যিক ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণকে নাগর-রাজ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ভিতরে তিনি শঠের শিরোমণি; পরনারী বধ করিতে তিনি বড়ই নিপুণ। তাঁহার মধুর বাক্য, মধুর ভঙ্গী, মধুর ব্যবহারাদি দ্বারা তিনি পরনারীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের চিত্ত হরণ করেন; কিন্তু পশ্চাতে নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের প্রাণ বধ করিয়া থাকেন।

এইবাক্যের ধ্বনি এই যে, যিনি প্রেমিক, প্রিয়ব্যক্তির সহিত তিনি শঠতা করিতে পারেন না; যিনি শঠ তিনি কখনও প্রকৃত প্রেমিক হইতে পারেন না—প্রেমের মর্ম্মও অবগত হইতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণ শঠ বলিয়া প্রেমের মর্ম্ম—প্রেমচ্ছেদের নির্ম্মম যাতনা—তিনি অবগত নহেন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন; তাই তিনি তাঁহার (শ্রীরাধার) চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টিপথের মধ্যে স্বীয় রূপমাধুর্য্য ও মনোমুগ্ধকর হাব-ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; তাই বড় আশা করিয়াই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেমপত্রী পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি মনে করিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই শঠ, আমাকে মৃত্যুতুল্য যাতনা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ তিনি প্রথমে আমার সাক্ষাতে তাঁহার রূপমাধুর্য্য প্রকটিত করিলেন কেন? তদ্দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করিলেন কেন? আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া এক্ষণেই বা প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন?"

১৮। যদি বল "কৃষ্ণ যে শঠ, পরনারীবধে নিপুণ, তাহা যদি জান, তবে প্রেম করিলে কেন?" ইহার উত্তরে শ্লোকোক্ত "হা হা বিধে কা গতিঃ" ইহার অর্থ করিয়া বলিতেছেন:—বিধাতা কাহার যে কি করেন, বুঝা যায় না। কেন না, আমি তো সুখের জন্যই প্রেম করিলাম; কিন্তু বিধির বিধানে, অদৃষ্ট-দোষে, পাইলাম সুখের বিপরীত দুঃসহ দুঃখ। এই দুঃখে এখন প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। বিধি যে কপালে এমন দুঃখ লিখিয়াছেন তাহা তো পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

১৯। শঠ-চূড়ামণি কৃষ্ণের সহিত প্রেম করার আর এক কারণ শ্লোকোক্ত "নচ প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি" এই অংশের অর্থ করিয়া বলিতেছেন। **কুটিল প্রেম**—বক্রগতি প্রেম; প্রেমের গতিই কুটিল; বিবিধ বৈচিত্রী-বিধানের নিমিত্ত প্রেম সর্ব্বদা সোজা পথে না চলিয়া অনেক সময় বক্রপথে গমন করে; হঠাৎ গতির পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।—সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল। উ. নী. শৃঙ্গার-৪২ ॥" ধ্বনি বোধ হয় এই:—যখন প্রথমে প্রেমের ফাঁদে পতিত হই, তখন তো সকলদিকেই সুখের দৃশ্যই দেখিয়াছিলাম, প্রেম সুখের পথেই সোজাসোজি অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলিতেছিল; মনে করিয়াছিলাম, চিরদিনই ঐ সুখের পথেই চলিতে থাকিবে; কিন্তু আমার অদৃষ্টবশতঃ প্রেম হঠাৎ তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল; সুখের সোজাপথ ছাড়িয়া কুটিলগতিতে দুঃখের দিকে অগ্রসর হইল। **অগেয়ান**—অজ্ঞান; ভালমন্দ বিচারের

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ-বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শক্তিহীন। **স্থানাস্থান**—পাত্রাপাত্র; ভালমন্দ। প্রেম অজ্ঞান; সে ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না। ফলিতার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমি (শ্রীরাধা) ভালমন্দ বিচার করিতে পারি নাই, পূর্ব্বাপর বিচারের কথা আমার মনেও উঠে নাই; প্রেম যে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, প্রেম যে সকল সময়ে সুখের সোজা পথে অগ্রসর হয়না এবং শ্রীকৃষ্ণও যে শঠ, প্রেমে অন্ধ হইয়া তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি। **ক্রূর**—নিষ্ঠুর; **গুণডোরে**—গুণরূপ রজ্জু (দড়ি) দিয়া। **নারি উকাশিতে**—খুলিতে পারি না। যদি বল, আগে না হয় না জানিয়া শঠের সহিত প্রেম করিয়াছিলে; এখন সব বুঝিতে পারিয়াছ; এখন তাহাকে ত্যাগ করনা কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন:—এখন আর তাঁহাকে ত্যাগ করার ক্ষমতা আমার নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর, শ্রীকৃষ্ণ শঠ, ইহা জানিয়াও এখন আর আমি তাঁহাকে ছাড়িতে পারিতেছি না; কারণ, তাঁহার গুণডোর আমার হাতে গলায় বাঁধা আছে, সেই গুণডোর আমি ছেদন করিতে বা খুলিতে পারি না, কিরূপে তাঁহাকে ত্যাগ করিব?

রজ্জুর সাহায্যে কাহারও হাত এবং গলা যদি কোনও খুঁটীর সঙ্গে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেমন সেই বন্ধন খুলিতেও পারে না, সেই খুঁটী হইতে দূরেও সরিয়া যাইতে পারে না; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ রজ্জুদ্বারা আমার (শ্রীরাধার) হাত ও গলা (সর্ব্বাঙ্গ) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আবদ্ধ রহিয়াছে; সেই বন্ধন ছিন্ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আমি তাঁহা হইতে দূরে যাইতে পারিতেছি না। ফলিতার্থ এই:—শ্রীকৃষ্ণের গুণে আমি এতই মুগ্ধ যে, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অশেষ দুঃখ দিতেছেন জানিয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যন্ত্রণাও আছে, আবার আনন্দও আছে। অপরিমিত আনন্দ আছে বলিয়াই যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও প্রেমচ্ছেদ হয় না। বস্তুতঃ প্রেমের স্বভাবই এই যে—ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ইহার ধ্বংস হয় না।

২০। শ্লোকোক্ত 'নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ':—এই অংশের অর্থ করিতেছেন। "একেত আমি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত দুঃখে জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি; আবার তাঁহার প্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা হাতে-গলায় বাঁধা বলিয়া নড়িতে চড়িতেও পারিতেছি না; আমার এই অসহায় অবস্থা না জনিয়াই বোধ হয় আবার কামদেব প্রতি মুহূর্ত্তেই পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিয়া আমার শরীরকে জর্জ্জরিত করিতেছে; বাণ নিক্ষেপ করিয়া যদি প্রাণে মারিয়া ফেলিত, তবেও ভাল হইত; একেবারেই সকল দুঃখের অবসান হইত; কিন্তু প্রাণেও মারিতেছে না, কেবল দুঃখ দিতেছে মাত্র।" যদি বল, কামদেব যে তোমাকে এত কষ্ট দিতেছে, তুমি তার প্রতিশোধ লও না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন:—"আমি কিরূপে প্রতিশোধ নিব? আমি সহজে অবলা, দুর্ব্বলা; তাতে প্রেম-ডোরে আমার হাতে-গলায় বাঁধা; এই অবস্থা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিতাম, যদি কামদেবের শরীর থাকিত; তবে সে যেমন আমার অঙ্গে পাঁচ পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিতেছে, আমিও কোনও উপায়ে তাহার অঙ্গে আঘাত করিতে পারিতাম; কিন্তু হায়, "মদন যে তনুহীন—কামদেবের যে শরীর নাই, সে অনঙ্গ—আমি কিরূপে তাহার প্রতিশোধ নিব?"

"কামদেব তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে কেন?" উত্তরে বলিতেছেন, "মদন যে পরদ্রোহে প্রবীণ"—কামদেব পরকে পীড়া দিতে অতি নিপুণ—পরের প্রতি অত্যাচার করাই তাঁহার স্বভাব এবং পরের প্রতি অত্যাচার করার সুন্দর কৌশলও তিনি জানেন।"

মদন—কামদেব। **তনুহীন**—শরীরশূন্য; অনঙ্গ। কথিত আছে, মহাদেবের কোপানলে কামদেবের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল; তদবধি কামদেব অঙ্গহীন বা অনঙ্গ। **পরদ্রোহে**—পরকে পীড়া দিতে। **পরবীণ**—

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাহাঁ লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে ॥ ২১
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল
ততদিন জীবে কোন্ জন ॥ ২২
শতবৎসর-পর্য্যন্ত, জীবের জীবন-অন্ত,
এই বাক্য কহনা বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন-দুই-চারি ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রবীণ; নিপুণ। **পাঁচবাণ**--সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটী মদনের বাণ। **সন্ধে**—সন্ধান করে, লক্ষ্য করে। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা। **না লয় জীবন**—একেবারে প্রাণে মারে না, অর্দ্ধমৃতের ন্যায় করিয়া দুঃখ মাত্র দেয়। অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণেরও পাঁচটী বাণ আছে—তাঁহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী বস্তুর অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের বলবতী বাসনারূপ পাঁচটী বাণ (ভূমিকায় "প্রণবের অর্থবিকাশ"-প্রবন্ধে ২৭০ পৃষ্ঠার প্রথমে তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

২১। যদি বল, দুঃখে অধীর হইও না, ধৈর্য্য ধর। ইহার উত্তরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং" এই অংশের অর্থ করিয়া বলিতেছেন। **অন্যের যে ইত্যাদি**—একের দুঃখ অপরে বুঝেনা। এই উক্তি শাস্ত্রসম্মত।

অন্য জন কাঁহা লিখি—অপরের কথা আর কি বলিব, তুমি যে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়া সখী, আমার দুঃখের দুঃখিনী, সর্ব্বদা আমার নিকটে থাক, তুমিও আমার মনের দুঃখ জানিতে পার না। কারণ, যদি জানিতে, তবে আমাকে ধৈর্য্য ধরিবার জন্য উপদেশ দিতে না। **যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে**—শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমার মনে যে দুঃসহ দুঃখ জন্মিয়াছে, তাহা যদি জানিতে, তবে ধৈর্য্য ধারণ করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিতে না; কারণ, তাহা জানিলে বুঝিতে পারিতে যে, এত দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ করা যায় না। **যাতে**—যেহেতু। **কহে**—প্রাণসখী বলে। শ্রীরাধা এস্থলে স্বীয় সখী মদনিকাকে লক্ষ্য করিয়া "প্রাণসখী"-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; মদনিকার কথার উত্তরেই শ্রীরাধা "প্রেমচ্ছেদ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন।

২২। কৃপা-পারাবার—দয়ার সাগর। **কভু**—কখনও, এক সময়ে। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ দয়ার সাগর, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সখী তোমার এই উক্তি ব্যর্থ। কারণ, জীবের জীবন চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী; কখন আমি মরিয়া যাই ঠিক নাই। **ততদিন জীবে** কোন্ জন—যতদিনে তিনি কৃপা করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমি বাঁচিলে ত?

২৩। যদি বল "মানুষের আয়ু তো একশত বৎসর; ইহার মধ্যে কি কৃষ্ণের কৃপা হইবে না? তুমি এত অস্থির হইতেছ কেন?"—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"মানুষের আয়ু একশত বৎসর হইতে পারে এবং আমিও হয়তো একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারি; এবং এই একশত বৎসরের মধ্যে কোনও সময়ে কৃষ্ণ হয়তো আমাকে কৃপাও করিতে পারেন; কিন্তু জীবন একশত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিলেও আমার যৌবন তো আর একশত বৎসর থাকিবে না? যৌবন তো অতি অল্পসময় ব্যাপিয়া থাকে; কৃষ্ণ যখন আমায় কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করিবেন, তখন যদি আমার যৌবন না থাকে, তবে আমি কি দিয়া তাঁহাকে সেবা করিব? কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিব? নারীর যৌবনই যে শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু। **যারে কৃষ্ণ করে মন**—নারীর যে যৌবনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মন ধাবিত হয়।

শ্রীরাধিকা কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে ইচ্ছা করেন; কান্তার যৌবনই কান্তের সুখদায়ক; এইরূপ ভাবিয়াই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"নারীর যৌবন ধন" ইত্যাদি।

স্বরূপতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; তিনি শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ; তিনি মানবী নহেন; নরলীলাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে

অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ ২৪

এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গবলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৫

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—
শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রূপাদীতি। রূপশব্দগন্ধরসস্পর্শাস্তেষাং রূপাদীনাং নিষেবণং বিনা। অহানি দিনানি। অখিলেন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃকর্ণনাসাজিহ্বাত্বচঃ। পাষাণশুষ্কেন্ধনে পাষাণ-শুষ্ককাষ্ঠে ভারয়তীতি তথা তত্তুল্যানীতি যাবৎ। বিভর্মি ধারয়ামি তানি দিনানি কথং ক্ষিপামি ইন্দ্রিয়াণি বা কথং ধারয়ামীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; তিনি নিজের পরিচয়—নিজের স্বরূপতত্ত্ব—প্রকট-লীলায় জানেন না; নরভাবের আবেশে তিনি নিজেকে মানবী—জীব—বলিয়াই মনে করেন। তাই তিনি নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"শত বৎসর পর্য্যন্ত" ইত্যাদি।

২৪। **নিজ ধাম**—নিজের জ্যোতি। **অভিরাম**—মনোরম; সুন্দর। **আকর্ষিয়া**—আকর্ষণ করিয়া; প্রলুব্ধ করিয়া। **মারে**—মারিয়া ফেলে। অগ্নির জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিয়া যায়। **পাছে**—পশ্চাতে; শেষে। **ডারে**—নিক্ষেপ করে; ফেলিয়া দেয়।

স্বীয় রূপ-গুণ প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া (পূর্ব্বোক্ত শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) দুঃখের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তাই শ্রীরাধা **বলিতেছেন**—"অগ্নি যেমন স্বীয় জ্যোতি দেখাইয়া পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া নিকটে লইয়া যায়; কিন্তু শেষকালে অগ্নির তেজেই পতঙ্গকে পুড়িয়া মরিতে হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় রূপ-গুণাদি দ্বারা আমার চিত্তকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিলেন; কিন্তু পরে তিনিই আবার প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে অপার দুঃখ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।"

২৫। এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত আর একটী শ্লোকবর্ণনার উপক্রম করিতেছেন;

এতেক—**পূর্ব্বোক্তরূপে**। **বিষাদ**—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ। বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখ-শোষাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। "ইষ্টানবাপ্তি-প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধি-বিপত্তিতঃ। অপরাধিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা॥ অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮॥" **উঘাড়িয়া**—খুলিয়া। **দুঃখের কবাট**—দুঃখভাণ্ডারের কবাট।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদে শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর দুঃখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল; সেই দুঃখ উদ্গীরণ করিতে করিতে তিনি "কৃষ্ণ-রূপাদি" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

ভাবের তরঙ্গবলে ইত্যাদি—প্রেম সমুদ্র-স্বরূপ, ভাব-সমূহ সেই সমুদ্রের তরঙ্গ-স্বরূপ। সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা যেমন তৃণখণ্ড প্রবাহিত হইয়া যায়, বিষাদাদি সঞ্চারি-ভাবের তরঙ্গেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন প্রেমসমুদ্রে তদ্রূপ প্রবাহিত হইয়া যাইতেছিল।

(সঞ্চারিভাবের বিবরণ ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

শ্লো। ৩। অন্বয়। শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির সেবন) বিনা (ব্যতীত) মে (আমার) অহানি (দিন সকল) অখিলেন্দ্রিয়াণি (এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়) অলং ব্যর্থানি (সম্যক্‌রূপে ব্যর্থ)। হতত্রপঃ (নির্লজ্জ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

[সন্] (হইয়া) পাষাণ-শুষ্কেন্ধনভারকাণি (পাষাণ ও শুষ্কেন্ধনের ভারতুল্য) তানি (তাহাদিগকে—সেই সমস্ত দিন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে) অহো (আহা) কথং বা (কিরূপেই বা) ধারয়ামি (ধারণ করি) ?

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি সেবন ব্যতীত আমার (চক্ষুঃ আদি) সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিতান্ত ব্যর্থ। অহো! পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠের ভারতুল্য ইন্দ্রিয়বর্গকেই বা আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে বহন করি, আর দিনগুলিকেই বা কিরূপে যাপন করি। ৩।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা—শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির সেবা ব্যতীত। রূপাদি বলিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে বুঝায়। রূপ—শ্রীঅঙ্গের রূপ; চক্ষুঃদ্বারা সেবনীয়; শ্রীঅঙ্গের রূপ দর্শনেই—চক্ষুর সার্থকতা; ইহাই রূপের নিষেবণ। রস—অধরামৃত রস এবং কৃষ্ণকথারস; ইহা জিহ্বাদ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত-তাম্বূলাদি কিম্বা তাঁহার ভুক্তাবশেষাদির আস্বাদন এবং তাঁহার রূপ-গুণ-চরিতাদির বর্ণনেই জিহ্বার সার্থকতা; ইহাই রসের নিষেবণ। গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাদির সুগন্ধ; নাসিকাদ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধাদির আস্বাদন-গ্রহণেই নাসিকার সার্থকতা; ইহাই গন্ধের নিষেবণ। স্পর্শ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ; ইহা ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শেই ত্বগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা; ইহাই স্পর্শের নিষেবণ। শব্দ—শ্রীকৃষ্ণের বংশীর শব্দ ও কণ্ঠস্বর; কর্ণদ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং কণ্ঠস্বরের শ্রবণেই কর্ণের সার্থকতা; ইহাই শব্দের নিষেবণ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন, বংশীধ্বনি ও কণ্ঠস্বরশ্রবণ, অঙ্গগন্ধ-গ্রহণ, অধরামৃতাদির আস্বাদন ও শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ লাভ করিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়বর্গের কোনও সার্থকতাই থাকেনা, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বৃথা হইয়া দাঁড়ায়। **অহানি**—দিনসকল; জীবন; আয়ুষ্কাল। শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবা ব্যতীত জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়। **অখিলেন্দ্রিয়াণি**—সমস্ত ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ই। **হতত্রপঃ**—হত হইয়াছে ত্রপা বা লজ্জা যাহার, তাহাকে হতত্রপ বলে; নির্লজ্জ। যে ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারেনা, তাহার তজ্জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত; যিনি ইন্দ্রিয়বর্গ পাইয়াছেন, তিনি যদি ইন্দ্রিয়বর্গের সদ্ব্যবহারদ্বারা তাহাদের সফলতা সম্পাদন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার লজ্জিত হওয়াই উচিত। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবাদ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গের সফলতা সাধন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া নিজেকে নির্লজ্জ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন; "ইন্দ্রিয়বর্গকেও বহন করিয়া চলিতেছেন; আয়ুষ্কালও যাপন করিয়া যাইতেছেন—অথচ ইন্দ্রিয়বর্গের, কি আয়ুষ্কালের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না—ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে?" ইহাই তাৎপর্য্য। অসার্থক ইন্দ্রিয়বর্গ ও অসার্থক আয়ুষ্কাল কিরূপ? **পাষাণ-শুষ্কেন্ধনভারকাণি**—পাষাণের ও শুষ্ক ইন্ধনের (কাষ্ঠের) ভারের তুল্য। যে পাষাণ বা যে শুষ্ক কাষ্ঠ কোনও প্রয়োজন-সাধনেই ব্যবহৃত হয় না, তাহার ভার বহন করিতে যেমন কেবল অনর্থক পরিশ্রমই সার হয়; তদ্রূপ যাহা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনও কাজেই লাগে না, এইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গকে বহন করা এবং এরূপ জীবন যাপন করাও কেবল বিড়ম্বনামাত্র; ইহাই তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী "প্রেমচ্ছেদরুজঃ"—ইত্যাদি শ্লোকোক্তির সহিত "শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং"—ইত্যাদি শ্লোকের বেশ একটী সামঞ্জস্য আছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ চাহিয়াছিলেন—স্বীয় পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া "প্রেমচ্ছেদরুজঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে স্বীয় আক্ষেপ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমনকি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও—যে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাহাই "শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং" শ্লোকে ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন যে, যদি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই করিতে না পারিলাম, তবে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন কি? নিম্নোদ্ধৃত ত্রিপদী সমূহে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বিষাদ-নামক ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক বলিয়াছেন।

অস্থার্থঃ। যথারাগ ॥

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি-কারণ ॥ ২৬

সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ-বিনু সকল বিফল ॥ ধ্রু ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬। শ্রীকৃষ্ণরূপাদির নিষেবণব্যতীত চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যে নিরর্থক হইয়া পড়ে, তাহা বিবৃত করিতে উদ্যত হইয়া প্রথমতঃ চক্ষুর ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করিতেছেন, ২৬ ত্রিপদীতে।

বংশীগানামৃতধাম—বংশীগানরূপ অমৃতের বাসস্থান। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ধ্বনিকে অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে; মুখচন্দ্র হইতেই বংশীধ্বনি নিঃসৃত হইয়া থাকে; এজন্যই মুখচন্দ্রকে বংশীগানরূপ অমৃতের বাসস্থান বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র হইতে কণা কণা অমৃত নিঃসৃত হইয়া যেন বংশীর ছিদ্রপথে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

লাবণ্যামৃত জন্মস্থান—সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতের জন্মস্থান। জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যচ্ছটার সামান্য আভাস-মাত্র; শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যেই জগতের সৌন্দর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র ভিন্ন অন্যত্র স্বয়ংসিদ্ধ কোনও সৌন্দর্য্য নাই; এজন্যই মুখচন্দ্রকে লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান বলা হইল। **চাঁদবদন—মুখচন্দ্র;** মুখরূপচন্দ্র। চন্দ্রে অমৃত জন্মে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং লাবণ্য এতদুভয়ই অমৃতের তুল্য মধুর ও আস্বাদ্য; তাই বংশীধ্বনিকে এবং লাবণ্যকে অমৃত বলা হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই এই বংশীধ্বনি ও লাবণ্যরূপ অমৃত জন্মলাভ করে বলিয়া চন্দ্রের সহিত মুখের উপমা দিয়া মুখচন্দ্র বা চাঁদবদন বলা হইয়াছে।

লাবণ্য—রূপের চাকচিক্য। **পড়ু**—পড়ুক; পতিত হউক। **মাথে**—মাথায়। **বাজ**—বজ্র। **সে নয়ন রহে কি কারণ**—সুন্দর বস্তু দর্শনেই নয়নের সার্থকতা; সমগ্র সৌন্দর্য্যের আধার ও অমৃতের আধার স্বরূপ হইল শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন (শ্রীকৃষ্ণের রূপ) দর্শনেই নয়নের পূর্ণতম সার্থকতা। যে নয়ন তাহা দর্শন করে না, সে নয়ন থাকা না থাকা সমান।

এই ত্রিপদীতে, শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনব্যতীত নয়নের ব্যর্থতা প্রকাশিত হইল।

২৭। কেবল যে আমার নয়নই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, আমার চিত্ত, মন, দেহ—এই সমস্তই এবং আমার জীবনও—শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

সখিহে—শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা শ্রীরাধা তাঁহার অন্তরঙ্গা কোনও সখীর নিকটেই স্বীয় ইন্দ্রিয়াদির ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার তৎকালীনভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহার সখীস্থানীয় কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। **হতবিধিবল**—দুর্দ্দৈব বল; দুরদৃষ্টের শক্তি। সখি! আমার দুর্দ্দৈবের কত শক্তি, তাহা একবার দেখ; এই দুর্দ্দৈবের প্রভাবেই আমার—দু'-একটী ইন্দ্রিয় নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয়ই, আমার দেহ, মন, চিত্ত—আমার সমস্ত জীবন—ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার দু'-একটী ইন্দ্রিয়কেও—জীবনের একটা মুহূর্ত্তকেও—সার্থক করিতে পারিলাম না; দুর্দ্দৈব একে একে আমার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে; এত শক্তি তার! **অথবা** "হতবিধিবল—মম বিবিধ বলং হতমিতি শৃণ্বিত্যর্থঃ। বিধানং বিধিঃ কৃতিরিতি যাবৎ। মৎসম্বন্ধিনী যাবতী কৃতির্বপুরাদিকা তস্যা বলং শক্তিরিত্যর্থঃ।—বিধি অর্থ কৃতি, করণ; দেহাদি; ইন্দ্রিয়বর্গ। বিধিবল—ইন্দ্রিয়বর্গের বল বা শক্তি; তৎসমস্ত হত বা ব্যর্থ হইয়াছে। সখি! আমার সমস্ত বিধিবল—আমার ইন্দ্রিয়বর্গের শক্তি—যে হত (বা ব্যর্থ) হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া বলিতেছি, শুন। কিরূপে বিবৃত করা হইতেছে? মোর বপু চিত্ত মন ইত্যাদি বাক্যে। (চক্রবর্ত্তী)।" ইন্দ্রিয়বর্গ সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছে না, ইহাতেই তাহাদের শক্তির ব্যর্থতা প্রকাশ পাইতেছে।

বপু—দেহ, শরীর। **চিত্ত**—অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে, মনের যে বৃত্তি দ্বারা লোক অনুসন্ধানাদি

কৃষ্ণের মধুরবাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করে তাহাকে চিত্ত বলে। অনুসন্ধানের বস্তু পাওয়া গেলেই—যাহাকে মন সর্ব্বদা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহাকে পাইলেই —অনুসন্ধান (খোঁজা) সার্থক হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহার বলবতী উৎকণ্ঠা, তাঁহার অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধানই থাকে না; তাঁহার অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয়ই হয় শ্রীকৃষ্ণ; সেই শ্রীকৃষ্ণকেও যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাঁহার অনুসন্ধান—সুতরাং তাঁহার চিত্ত—সম্যক্‌রূপেই ব্যর্থ হইয়া যায়। **মন**—অন্তঃকরণ; মনের বৃত্তি চারিটী; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত; সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ—যথাক্রমে এই চারিটী হইল উক্ত চারিটী বৃত্তির বিষয়। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অভিমানাত্মিকা-বৃত্তির নাম অহঙ্কার এবং অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত। সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান এবং অনুসন্ধান এই চারিটী যে মনের কাজ, সেই মন হইল আবার—বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং ষণ্ণাং প্রধানম্ (শব্দকল্পদ্রুম)—মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা। (মনঃ কর্ণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক্ চ নাসিকে। বুদ্ধীন্দ্রিয়মিতি প্রাহুঃ শব্দকোষবিচক্ষণাঃ॥ ইতি শব্দরত্নাবলী॥) আমার অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া কেবল যে আমার অনুসন্ধানাত্মিকা-অন্তঃকরণবৃত্তি চিত্তই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু আমার যাবতীয় ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা যে মন, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ, আমার মনের সমস্ত বৃত্তির বিষয়ই ছিল শ্রীকৃষ্ণ; সেই শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়াতে মনের সমস্ত বৃত্তিই ব্যর্থ হইয়াছে, সুতরাং মনও ব্যর্থই হইয়াছে। আবার মন ব্যর্থ হওয়াতে ইন্দ্রিয়বর্গও ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গের রাজাই হইল মন, ইন্দ্রিয়বর্গ মনের অনুচরমাত্র; রাজার অস্তিত্বের সার্থকতা না থাকিলে অনুচরবর্গের অস্তিত্বের সার্থকতাও থাকিতে পারে না। মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যর্থতায়, দেহও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; কারণ, দেহই ইন্দ্রিয়বর্গকে বহন করিয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গের সার্থকতায় দেহের সার্থকতা, ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যর্থতায় দেহের ব্যর্থতা।

"বপু চিত্তমন" স্থলে "বপু বাক্য মন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—দেহ, বাক্য ও মন—সমস্তই ব্যর্থ হইল।

২৮। এক্ষণে কর্ণেন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। **বাণী**—কথা। **তরঙ্গিণী**—নদী। শ্রীকৃষ্ণের কথা অমৃতের নদীস্বরূপ। নদীতে যেমন সর্ব্বদা জলধারা প্রবাহিত হয়, নদী যেমন সর্ব্বদাই জলে পূর্ণ থাকে, সেই জলের স্পর্শে যেমন সকলেরই দেহ শীতল হয়, সেই জল পানে যেমন সকলেরই তৃষ্ণা দূরীভূত হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেও সর্ব্বদা অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বাবস্থাতেই অমৃতের তুল্য স্বাদু, এবং তাহার শ্রবণমাত্রেই মন-প্রাণ শীতল হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়। **শ্রবণে**—কানে। **তার প্রবেশ** ইত্যাদি—যে কানে সেই মধুর বাক্য প্রবেশ করে না। **কাণাকড়ি**—যে কড়িতে ছিদ্র থাকে, তাহাকে কাণাকড়ি বলে। পূর্ব্বে এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পয়সা, সিকি, দুয়ানী প্রভৃতি মুদ্রার ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়ে কড়ির প্রচলন ছিল; কড়ির একটা মূল্য ছিল; কিন্তু অচল-টাকার ন্যায় কাণাকড়ির কোনও মূল্য ছিল না; ক্রয়-বিক্রয়ে কাণাকড়ি কেহ গ্রহণ করিত না। এইরূপে কাণাকড়ির অস্তিত্ব ব্যর্থ হইয়া যাইত।

কাণাকড়ি ছিদ্র সম—কাণাকড়ির ছিদ্রের তুল্য। কাণাকড়ির ছিদ্রই হইল তাহার ব্যর্থতার হেতু; ছিদ্র থাকাতেই কড়ি কাণা হয়—সুতরাং অচল ও নিরর্থক হইয়া যায়। কাণাকড়ির ছিদ্র যেমন তাহার ব্যর্থতা-সম্পাদক, তদ্রূপ যে কর্ণের ছিদ্রে কৃষ্ণের মধুর বাণী প্রবেশ করে না, সে কর্ণের ছিদ্রও কর্ণের ব্যর্থতা-সম্পাদক; তদ্রূপ-ছিদ্রযুক্ত কর্ণের থাকা না থাকা সমান।

মধুর-শব্দ-শ্রবণেই কর্ণের সার্থকতা; শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের তুল্য মধুর শব্দ আর কোথায়ও নাই; সুতরাং কৃষ্ণ-কণ্ঠস্বরের শ্রবণেই কর্ণের পরিপূর্ণ সার্থকতা; যে কর্ণের ভাগ্যে তাহা সম্ভব হয় না, তাহার থাকা না থাকা সমান।

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন-কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে-সম্বন্ধ,
সেই নাশা ভস্ত্রার সমান ॥ ২৯

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে-রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯। এক্ষণে নাসিকার ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। সুগন্ধ গ্রহণেই নাসিকার সার্থকতা, যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ গ্রহণেই নাসিকার পরিপূর্ণ সার্থকতা; যে নাসার ভাগ্যে তাহা ঘটে না, তাহা নিরর্থক।

মৃগমদ—মৃগনাভি; কস্তুরী। **নীলোৎপল**—নীলপদ্ম। **মিলনে**—মিলিত হইলে। **পরিমল**—গন্ধ। **যেই হরে তার গর্ব্বমান**—যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সেই পরিমলের গর্ব্ব ও মান হরণ করে। **ভস্ত্রা**—কর্ম্মকারগণ চর্ম্মনির্ম্মিত যে যন্ত্র দ্বারা বাতাস করিয়া লোহা পোড়াইবার জন্য কয়লার আগুন ধরায়, তাহাকে ভস্ত্রা বলে। কামারের জাঁতা।

মৃগনাভি ও নীলপদ্ম একত্রে মিশ্রিত করিলে যে সুগন্ধ জন্মে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের নিকটে তাহাও অতি তুচ্ছ। যে নাসিকা এমন অঙ্গগন্ধ গ্রহণে অসমর্থ, সে নাসিকা নাসিকা নহে, ভস্ত্রামাত্র।

নাসাকে ভস্ত্রা বলার তাৎপর্য্য এই যে, নাসায় যেমন দুইটী ছিদ্র আছে, ভস্ত্রায়ও তেমনি দুইটী ছিদ্র আছে; নাসার ছিদ্র দিয়া যেমন বাতাস আসা-যাওয়া করিতে পারে, ভস্ত্রার ছিদ্র দিয়াও-তেমনি বাতাস আসা-যাওয়া করিতে পারে। কিন্তু ভস্ত্রার ছিদ্রদ্বয় কোনও সুগন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল ভস্মমিশ্রিত বায়ুই গ্রহণ করে, আর আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। যে নাসা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল প্রাকৃত বিষয়ের পূতিগন্ধ গ্রহণ করে, আর ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তাহা বাস্তবিকই ভস্ত্রার সমান।

৩০। এক্ষণে জিহ্বার ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। স্বাদু দ্রব্যের আস্বাদনেই জিহ্বার সার্থকতা; শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ও তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাকথাদির তুল্য স্বাদু আর কোথায়ও কিছু নাই; শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ও তদীয় রূপ-গুণ-লীলাকথাদির আস্বাদনেই জিহ্বার পরম-সার্থকতা; যে জিহ্বার ভাগ্যে তাহা ঘটে না, তাহা নিরর্থক।

অধরামৃত—অধর-সংলগ্ন অমৃত, যাহা তৎকর্ত্তৃক ভুক্ত দ্রব্যাদির সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের স্বাদুতা বর্দ্ধিত করে; চর্ব্বিত-তাম্বূলাদি; ভুক্তাবশেষ। **কৃষ্ণগুণচরিত**—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাদিগুণ ও তাঁহার লীলা। **সুধাসার-স্বাদবিনিন্দন**—সুধাসারের স্বাদ পর্য্যন্ত যাহা দ্বারা বিনিন্দিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত, গুণ ও চরিত-কথার স্বাদ অমৃতের স্বাদ অপেক্ষাও মধুর। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত, গুণ ও চরিত-কথার স্বাদ না পাওয়া যায়, লোক সেই পর্য্যন্তই সুধাসার বা অমৃতের স্বাদকে প্রশংসা করে; কিন্তু যখন কৃষ্ণের অধরামৃতাদির স্বাদ পাওয়া যায়, তখন সুধাও হেয় বলিয়া মনে হয়।

রসনা—জিহ্বা। **ভেক-জিহ্বা**—ভেকের জিহ্বা আছে সত্য, কিন্তু সেই জিহ্বা দ্বারা ভেক কোনও রসই আস্বাদন করিতে পারে না। সুতরাং তাহার জিহ্বা যেমন থাকা না থাকা সমান, তদ্রূপ যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত গ্রহণ করিতে অসমর্থ, যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলা-কীর্ত্তন করিতে পারে না, সেই জিহ্বা থাকা না থাকা সমান।

ভেকের জিহ্বার সহিত তুলনা দেওয়ার আরও তাৎপর্য্য আছে। জিহ্বা দ্বারা জীব রস আস্বাদন করে, আর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। ভেক কর্দ্দমে থাকে, কর্দ্দমাদিই আস্বাদন করে, কোনও ভাল রস আস্বাদন করিতে পারে না। আর বর্ষাকালে তীব্র শব্দ করিয়া স্বীয় যমস্বরূপ সর্পকে আহ্বান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় মাত্র। এইরূপ যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত গ্রহণ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা-কীর্ত্তন করিতে পারে না, তাহা

কৃষ্ণ কর-পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি ॥ ৩১

করি এত বিলপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পঢ়ে এক শ্লোক ॥ ৩২

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।১১)—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ ॥
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদেতি। অসৌ মধুরিপুঃ নন্দতনুজঃ যদা কালে দৈবাৎ হঠাৎ লোচনপথং অস্মন্নয়নগোচরং যাতঃ প্রাপ্তঃ ভবেৎ। তদা তস্মিন্ সময়ে মদনহতকেন দুষ্টকন্দর্পেণ অস্মাকং গোপরমণীনাং চেতঃ মানসং আহৃতমভূৎ। এষঃ নন্দতনুজঃ পুনর্ব্বারং যস্মিন্ ক্ষণে দৃশোঃ পদবীং অস্মন্নয়নসমীপং এতি আগচ্ছতি তস্মিন্ সময়ে অখিলঘটিকাঃ দণ্ডায়মানকালাঃ রত্নখচিতাঃ রত্নৈঃ মাল্যচন্দনাদিযুক্তৈরাভরণৈঃ সংজড়িতাঃ বিধাস্যামঃ। ইতি শ্লোকমালা।

যদেতি। চেতোহরণেন লোচনপথমাগতস্যাপি অনুভবাভাব ইতি ভাবঃ। মদয়তি হর্ষয়তি ইতি মদনঃ এতেন আনন্দো ব্যঞ্জিতঃ। অতএবাস্য ব্যাখ্যা 'আনন্দ আর মদন' ইতি। যস্মিন্ স্থূলকালে। এতি বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। বিধাস্যামঃ অত্র ভাবিকৃষ্ণদর্শনসম্ভাবনয়াত্মনো বহুমননাৎ গৌরবেণ বহুবচনম্। চক্রবর্ত্তী। ৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেবল প্রাকৃত বিষয়ের বিষাক্ত রস মাত্র আস্বাদন করিয়া দেহকে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত করে, আর প্রাকৃত বিষয়-কথা আলাপ করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

৩১। এক্ষণে ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। **কৃষ্ণ-কর-পদতল**—কৃষ্ণের করতল ও পদতল, অর্থাৎ হাত ও পায়ের তলা। **কোটিচন্দ্র-সুশীতল**—কোটিচন্দ্রের মত শীতল। **তার স্পর্শ**—কৃষ্ণের করতল ও পদতলের স্পর্শ। **স্পর্শমণি**—স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহাও সোণা হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের করতল ও পদতলের স্পর্শেও প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত হইয়া যায়, জড়বস্তু চিন্ময় হইয়া যায়, কুৎসিৎ বস্তু সুন্দর হইয়া যায়, ত্রিতাপজ্বালায় তাপিত চিত্ত সুশীতল হয়।

শ্রীরাধার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, "যদি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শাদি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে আমার এই অসার্থক দেহেন্দ্রিয়াদিও সার্থকতা লাভ করিতে পারিত।"

সে যাউক ছারখার—সে ধ্বংস হইয়া যাউক। **বপু**—দেহ ; শরীর। **লৌহসম**—লোহার তুল্য। কঠিন লৌহ যেমন কর্ম্মকারের আগুনে পুড়িয়া হাতুড়ীদ্বারা আঘাতই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যে দেহ কৃষ্ণের করতল ও পদতলের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত, তাহাও সর্ব্বদা ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে এবং কাম-ক্রোধাদির পদাঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকে।

৩২। **বিলপন**—বিলাপ। **উঘাড়িয়া**—খুলিয়া। **দৈন্য**—দুঃখ, ভয় ও অপরাধাদি-বশতঃ আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করাকে দৈন্য বলে। **নির্ব্বেদ**—ভীষণ আর্ত্তি, ঈর্ষ্যা, বিচ্ছেদ ও সদ্বিবেকাদি দ্বারা নিজের প্রতি অবমাননাকে নির্ব্বেদ বলে ; চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ। **অবসাদ**—অবসন্নতা।

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং" ইত্যাদি শ্লোক পড়িতে পড়িতে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা অনুভব করিয়া প্রভু দৈন্য-নির্ব্বেদাদি ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং তদবস্থায় পরবর্ত্তী "যদা যাতো" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিলেন। গ্রন্থকার এই ত্রিপদীতে পরবর্ত্তী শ্লোকোচ্চারণের সূচনা করিতেছেন।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অসৌ (সেই) মধুরিপুঃ (মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ) দৈবাৎ (আমার **শুভাদৃষ্টবশতঃ**) যদা (যখন) লোচনপথং (নয়নপথে) যাতঃ (আগত হইলেন), তদা (তখন) মদনহতকেন (**দুষ্ট-মদনদ্বারা**) **অস্মাকং**

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(আমাদের) চেতঃ (মন) আহৃতং (অপহৃত) অভূৎ (হইয়াছিল)। পুনঃ (আবার) যস্মিন্ (যে সময়ে) এষঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ) ক্ষণমপি (ক্ষণমাত্রও) দৃশোঃ (নয়নের) পদবীং (পথে) এতি (আসেন), তস্মিন্ (সেই সময়ে) অখিল-ঘটিকাঃ (সমস্ত ঘটিকাকে) রত্নখচিতাঃ (রত্নদ্বারা খচিত) বিধাস্যামঃ (করিব)।

অনুবাদ। আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার নয়নপথে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন দুষ্ট-মদন আমার মনকে অপহরণ করিয়াছিল; পুনরায় যে সময়ে ক্ষণকালের জন্যও তিনি দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হইবেন, তখন সেই সময়ের সমস্ত ঘটিকাকেই আমি বিবিধ-রত্নাদি দ্বারা খচিত করিয়া রাখিব। ৪।

মধুরিপু—শ্রীকৃষ্ণ; মধুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মধুরিপু বলে। **দৈবাৎ**—দৈববশতঃ; পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মকে দৈব বা অদৃষ্ট বলে। **লোচনপথং যাতঃ**—নয়ন-পথে আগত হইলেন; আমি দেখিলাম। **মদনহতকেন**—দুষ্ট মদনকর্ত্তৃক; পোড়ামদনকর্ত্তৃক। মদয়তি হর্ষয়তীতি মদনঃ; যে হর্ষ বা আনন্দ দান করে, তাহাকে মদন বলে। মদনহতকেন—মদন ও আনন্দাধিক্যবশতঃ। **চেতঃ আহৃতং** ইত্যাদি—যখন সৌভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, তখন মদন ও আনন্দাধিক্যবশতঃ আমাদের চেতনা লোপ পাইল; তাই তখন তিনি দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারি নাই; এইরূপে সেই দর্শনের সময়টী বৃথাই নষ্ট হইয়া গেল; আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে—মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই। আবার যদি কখনও শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টিপথের পথিক হয়েন, তাহা হইলে সেই সময়ের একটী ক্ষুদ্র অংশকেও বৃথা নষ্ট হইতে দিব না, সেই সময়ের **অখিল-ঘটিকাঃ**—সমস্ত ঘটিকাগুলিকে, প্রত্যেক ঘটিকাকে, সময়ের অতি ক্ষুদ্র অংশকেও **রত্নখচিতাঃ**—মণিরত্ন দ্বারা সজ্জিত **বিধাস্যামঃ**—করিব, সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করিব। আনন্দাধিক্যে হতচেতন না হইয়া সেই সময়ের প্রতি ক্ষুদ্র অংশেও প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শনাদি করিয়া সেই সময়কে সার্থক করিব। কোনও একটী বস্তুকে মণিরত্নাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিলে তাহা যেমন ঔজ্জ্বল্যে চক্‌চক্ করিতে থাকে, তদ্রূপ আবার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলে দর্শন-সময়ের প্রতি ক্ষুদ্র অংশেও তাঁহার রূপাদির সেবায় আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে এমনভাবে নিয়োজিত করিব, যেন সেই দর্শন-সময়ের সমুজ্জ্বল চিত্রটী আমার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া স্মৃতিপটে দেদীপ্যমান থাকে।

পূর্ব্বোক্ত "প্রেমচ্ছেদ" ইত্যাদি বাক্য বলার পরে শ্রীরাধার প্রিয়সখী মদনিকা যখন তাঁহাকে বলিলেন—"সখি রাধে! তুমি এত উতালা হইতেছ কেন? নববিকশিত কেতকী-কুসুমের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরী তাহার নিকটে যায় বটে; কিন্তু যখন দেখে যে কেতকীর গন্ধ থাকিলেও মধু নাই, তখন কি ভ্রমরী তাহাকে ত্যাগ করে না? তুমিও কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলে; এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, তাঁহাতে প্রেম নাই—প্রেম থাকিলে তিনি তোমার প্রেমপত্রীর অমর্য্যাদা করিতেন না—এরূপ অবস্থায় তুমি কি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিতে পার না?" শুনিয়া শ্রীরাধা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন—"তবে ত্যাগই করিলাম।" ইহা বলিয়া ভীতচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্‌গদ্‌স্বরে "যদা যাতো" ইত্যাদি বাক্য কহিলেন। তাৎপর্য্য এই—"হাঁ, সখি! তোমার উপদেশে তাঁহাকে ত্যাগ করিলাম; কিন্তু সখি! তাঁহার স্মৃতিকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না; তাঁহার রূপের স্মৃতি এখনও মনের কোণে উকিঝুকি মারিতেছে; তাঁহাকে দেখিয়াছি বটে; কিন্তু সখি! আমার দর্শনের সাধ মিটে নাই; প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি নাই; পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার রূপাদির সেবা করিতে পারি নাই; পুনরায় যদি আমার সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাই, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইব—যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গের চিত্র সমুজ্জ্বলরূপে আমার স্মৃতিপটে আমার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অঙ্কিত থাকে।"

নিম্নের ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের মর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে।

অন্বয়ার্থঃ। যথারাগঃ ॥

যেকালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি ॥ ৩৩

পুন যদি কোনক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-দরশন,
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥ ৩৪

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন,
তারে পুছে—আমি না চৈতন্য ?।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমারা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ? ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৩। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের প্রথম দুই চরণের অর্থ করিতেছেন। **যে কালে বা স্বপনে**—যে সময়ে দৈবাৎ, বা স্বপ্নে। হঠাৎ যখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম, তখন আনন্দ ও মদন আমার চেতনা হরণ করায় আমি ভালরূপে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি নাই; তাই সেই দর্শন যেন স্বপ্নদর্শনবৎ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার চিত্র মনে উজ্জ্বল হইয়া জাগিতেছেনা। ইহাই "বা স্বপনে" বাক্যের তাৎপর্য্য। **বংশীবদনে**—শ্রীকৃষ্ণকে। **দুই বৈরী**—দুইজন শত্রু; এক শত্রু আনন্দ, আর শত্রু মদন; শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে শত্রু বলা হইয়াছে। কৃষ্ণসেবার বাধক হইলে প্রেমানন্দকেও ভক্ত শত্রু বলিয়া মনে করেন। "নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে ॥ ১।৪।১৭১॥" **আনন্দ**—অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দ বা চিত্তের উন্মাদ-জনক হর্ষ। **মদন**—কাম, কন্দর্প; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত বলবতী লালসা, যাহার প্রভাবে চিত্তের মত্ততা জন্মিতে পারে। মদন অর্থ এস্থলে প্রাকৃত কাম নহে; ব্রজগোপীদের প্রেমকেই কাম বলা হয় (২।১।৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মদন—অপ্রাকৃত কন্দর্প। **হরি নিল** মোর মন—আনন্দ ও মদন আমার মনকে হরণ করিল; আমার চেতনা লোপ পাইল; আমার মনঃসংযোগের ক্ষমতা লুপ্ত হইল; তাই শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই; কারণ, মনের যোগব্যতীত কোনও ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্য্য সাধন করিতে পারে না। **দেখিতে না** পাইনু নেত্রভরি—নয়ন ভরিয়া (সাধ মিটাইয়া) দেখিতে পারিলামনা। সৌভাগ্যবশতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটিল, তখন প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃদয়ে এতই আনন্দের উদয় হইল যে, আমি একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম; আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করার নিমিত্ত এতই বলবতী লালসা জন্মিল যে, আমি দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্যা হইয়া গেলাম; আমার মন আর আমার বশে রহিল না; তাই আমি সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারিলাম না।

৩৪। শ্লোকের পরবর্ত্তী দুই চরণের অর্থ করিতেছেন।

পুনঃ যদি কোনক্ষণ—আবার যদি কখনও। **ঘটী**—দণ্ড। **ক্ষণ**—আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা; ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ সময় হয়। **পল**—একদণ্ডের যাট্ ভাগের এক ভাগ সময়।

সৌভাগ্যবশতঃ যদি আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই, তবে তখন আর আনন্দ ও মদনকে স্থান দিব না, তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া মনের সাধ পূরাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিব, অতি অল্পমাত্র সময়টুকুকেও শ্রীকৃষ্ণদর্শন ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যয় করিব না।

দিয়া মাল্য ইত্যাদি—যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব, সেই সময়ের প্রতি দণ্ড, প্রতি ক্ষণ, এমনকি প্রতি পলকেও মাল্য-চন্দন ও নানা রত্নালঙ্কার দিয়া সুসজ্জিত করিব—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনরূপ মাল্যচন্দনাদিতে অলঙ্কৃত করিব। তাৎপর্য্য এই যে সেই সময়ের অতি অল্পমাত্র সময়কেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিব না। (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩৫। **ক্ষণে বাহ্য** হৈল মন—অল্প সময়ের জন্য প্রভুর মন বাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল; তাঁহার অন্তর্মনা ভাব ছুটিয়া গেল। **আগে**—সম্মুখে, সাক্ষাতে। **দুইজন**—একজন রায়-রামানন্দ, আর একজন স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী। **তারে পুছে**—সেই দুইজনকে জিজ্ঞাসা করেন। **আমি না চৈতন্য**—অমি কি সচেতন নই? আমার কি চেতনা লোপ পাইয়াছিল? অথবা, আমি কি চৈতন্য? এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাধাভাবে আবিষ্ট থাকায়, তিনি যে

শুন মোর প্রাণের বান্ধব !
নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ৩৬
পুন কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায় !,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৩৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধস্যৈকত্রিংশা-ধ্যায়স্য প্রথমাঙ্কধৃত "জয়তি তেঽধিকম্" ইত্যস্য তোষণীধৃতচ্ছায়ঃ—

কই অব রহিঅং পেম্মং ণহি হোই মাণুসে লোএ
জই হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো
জীঅই ॥ ৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি ॥ ইতি সংস্কৃতম্ ॥ হে সখি মনুষ্যলোকে কৈতবরহিতং কপটরহিতং প্রেম কৃষ্ণপ্রেম ন ভবতি। যদি বা কদাচিৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীচৈতন্য—একথাই প্রভু ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; এক্ষণে কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা লাভ করায় পূর্ব্বকথা যেন কিছু কিছু মনে পড়িতেছিল ; তাই সন্দেহাত্মকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি শ্রীচৈতন্য নই ?" উদ্‌ঘূর্ণানামক উন্মাদাবস্থায় এইরূপ আত্মবিস্মৃতি জন্মে। **স্বপ্নপ্রায়** কি দেখিনু—আমি স্বপ্নের মত কি দেখিলাম। জগন্নাথবল্লভ-নাটকোক্ত শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু মনে করিয়াছিলেন—তিনি শ্রীরাধা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠান্বিতা হইয়া শশীমুখীর যোগে প্রেমপত্রী পাঠাইয়াছিলেন, প্রেমপত্রী-প্রত্যাখ্যানের সংবাদ পাইয়া প্রিয়সখী মদনিকার সহিত কথোপকথনচ্ছলে স্বীয় মনের তীব্র বেদনা প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময় বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন—বৃন্দাবনও নাই, শশীমুখীও নাই, মদনিকাও নাই ; সম্মুখে আছে—রায়-রামানন্দ, আর স্বরূপ-দামোদর ; আর তাঁহারা আছেন শ্রীক্ষেত্রে। তাই তিনি মনে করিলেন—তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আর, তিনি যে মদনিকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়ায় প্রভু মনে করিলেন, তিনি বোধ হয় স্বপ্নে কিছু প্রলাপ বকিয়াছেন এবং প্রলাপচ্ছলে কিছু দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন ; তাই তিনি রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, **কিবা আমি প্রলাপিনু**—আমি কি প্রলাপ বকিলাম। **তোমরা কিছু** ইত্যাদি—তোমরা কি আমার দৈন্যসূচক প্রলাপোক্তি শুনিয়াছ ?

৩৬। স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন—"আমার প্রাণের বান্ধব! আমার প্রাণের কথা শুন তোমরা। আমি কৃষ্ণপ্রেমধনে বঞ্চিত ; সুতরাং আমি নিতান্ত দরিদ্র ; দরিদ্র যেমন ধনাভাবে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারে না, তাহাদিগের কার্য্যের সামর্থ্য দান করিতে পারে না, আমিও তদ্রূপ প্রেমের অভাবে আমার দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের—আমার ইন্দ্রিয়বর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারিতেছি না, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার যোগ্যতা দিতে পারিতেছি না (কারণ, প্রেমব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না) ; কাজেই আমার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই বৃথা হইয়া পড়িল।

৩৭। **পুন কহে**—প্রভু পুনরায় বলিলেন। **হায় হায়**—আক্ষেপসূচক বাক্য। **স্বরূপরামরায়**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দ। **এই মোর** হৃদয়-নিশ্চয়—ইহাই আমার হৃদয়ে নিশ্চিত বিষয় ; আমার হৃদয়ে ইহাই আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, প্রেমাভাবে আমার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। **শুনি করহ** বিচার—আমি বলি, তোমরা শুন ; শুনিয়া বিচার করিয়া দেখ। **হয় নয় কহ সার**—হাঁ কি না, সারকথা বল। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য কি না, বিচার করিয়া তোমরা বল। **শ্লোক উচ্চারয়**—নিম্নোদ্ধৃত "কই অব রহিঅং" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। মানুষে লোএ (মানুষে লোকে—মনুষ্যলোকে) কই অব রহিঅং (কৈতব-রহিতং—

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম　　যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ,　　না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য়॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রেমযোগো ভবতি কস্যচিচ্ছিন্নস্য বিয়োগো ন ভবতি। যদি বিরহে ভবতি সতি তদা কো জীবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা। ৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৈতবহীন, নিষ্কপট) পেম্মং (প্রেম) নহি হোই (ন ভবতি—হয় না)। জই হোই (যদি ভবতি—যদি হয়), কস্স (কাহার) বিরহঃ (বিরহ)? বিরহে হোন্তম্মি (বিরহে ভবতি—বিরহ হইলে) কঃ (কে) জীঅই (জীবতি—জীবিত থাকে ?)

অনুবাদ। মনুষ্যলোকে অকপট কৃষ্ণপ্রেম হয় না, যদিবা তাহা হয়, তাহা হইলে কাহারও বিরহ হয় না; যদি বিরহ হয়, তাহা হইলে কেহ জীবিত থাকে না। ৫।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩১।১ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী এই "কই অব রহিঅং" শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "ইত্যাদিনা যেন দয়িতস্য বিরহে দয়িতা ন জীবেয়ুর্নাম সত্যং ত্বত্ত এব ন ম্রিয়ন্ত ইত্যাহুঃ—ত্বয়ি নিমিত্তে ধৃতাসবঃ ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া জীবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা ত্বয়ি বিষয়ে ত্বন্ন্যস্তত্বেন প্রাণা ন নশ্যন্তীত্যর্থঃ।—এই নিয়মানুসারে দয়িতের বিরহে দয়িতাসকল জীবিত থাকিতে পারে না সত্য। কিন্তু তোমার জন্যই তাহারা মরিতে পারিতেছে না, ইহাই কহিতেছেন—তোমার নিমিত্ত ইত্যাদি"। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্লোকস্থ "কস্য বিরহঃ—কাহার বিরহ? অর্থাৎ কাহারও বিরহ হয় না"—এই বাক্যে—"প্রেমবান্ দয়িতের সহিত প্রেমবতী দয়িতার বিরহ হয় না"—ইহাই সূচিত হইতেছে এবং বিরহে ভবতি কঃ জীবতি?—বিরহ হইলে কেহ জীবিত থাকে না"—এই বাক্যে—"প্রিয়ের বিরহে প্রিয়া এবং প্রিয়ার বিরহে প্রিয় জীবিত থাকিতে পারে না"—ইহাই সূচিত হইতেছে।

নিম্নোদ্ধৃত ৩৮ পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৩৮। অকৈতব—কৈতব বলিতে কপটতা বুঝায়। যাহা বাহিরে একরকম, ভিতরে আর একরকম, তাহাই কপটতা। যাহাতে কৈতব (বা কপটতা) নাই, তাহাই অকৈতব, কৈতবশূন্য, কপটতাহীন। বাক্য এবং বাহিরের আচরণদ্বারা যদি আমি লোককে জানাইতে চাহি যে, শ্রীকৃষ্ণের সুখব্যতীত আমি আর কিছু চাইনা, অথচ যদি আমার মনে নিজের সুখের বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে আমার এই কৃষ্ণপ্রীতি হইবে কপটতাময়। আর যদি আমার মনে স্বসুখবাসনার ছায়ামাত্রও না থাকে, কায়মনোবাক্যে যদি আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই চেষ্টা করি, অন্য কোনও কামনাই যদি আমার না থাকে, তাহা হইলে আমার কৃষ্ণপ্রেম হইবে কপটতাহীন—অকৈতব। **অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম**—স্বসুখবাসনাশূন্য একমাত্র কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম। **জাম্বুনদ হেম**—বিশুদ্ধ স্বর্ণ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর জম্বুদ্বীপে একটী নদ (বা নদী) আছে, যাহা জম্বু (জাম্বুরা)-ফলের রসে পরিপূর্ণ; ইহার নাম জম্বুনদ। ইহার উভয় তীরে বিশুদ্ধ স্বর্ণ জন্মে; এই স্বর্ণকে জাম্বুনদ হেম (স্বর্ণ) বলে (শ্রীভাঃ ৫।১৬।১৯-২০)। এই স্বর্ণে কিঞ্চিন্মাত্রও খাদ বা মালিন্য নাই। **সেই প্রেম**—অকৈতব প্রেম; কামগন্ধহীন প্রেম। **নৃলোকে**—মনুষ্যলোকে। জগতে মানুষে-মানুষে যে প্রেম হয়, তাহা স্বার্থময়; স্বামিস্ত্রীর প্রেমে স্বসুখবাসনার সম্বন্ধ আছে, সমপ্রাণ-সখার প্রণয়েও আত্মানুসন্ধান আছে, এমন কি সন্তানবাৎসল্যেও স্বসুখ-বাসনার সম্বন্ধ আছে; সুতরাং জগতে মানুষে-মানুষে যে প্রেম, তাহা অকৈতব—স্বার্থানুসন্ধানশূন্য—হইতে পারে না; কিন্তু এই ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণপ্রেমের কথা; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানুষের প্রেমের কথা। লোক সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতি প্রীতি দেখায়—শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনাদি করে—কোনও স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে; বড় জোর মোক্ষ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে—ইহাও স্বার্থ; কারণ, মোক্ষবাসনায়ও দৃষ্টি থাকে নিজের দিকে—নিজের সংসার-নিবৃত্তির দিকে; শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বা শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা তাহাতে মুখ্যত্ব বা ঐকান্তিকত্ব লাভ করে না। সুতরাং মনুষ্যলোকে সাধারণতঃ যে কৃষ্ণপ্রেম দেখা যায়, তাহা অকৈতব—বিশুদ্ধ—স্বসুখবাসনাশূন্য বা স্বদুঃখনিবৃত্তির বাসনা-শূন্য—নহে। তাই বলা হইয়াছে—অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম নৃলোকে হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী "যদি হয় তার যোগ"—বাক্য হইতে বুঝা যায়, মনুষ্যলোকে যে অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেমের অত্যন্তাভাব—অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম যে মনুষ্যলোকে কোনও কালেই কিছুতেই হইতে পারে না,—তাহা নহে; তাহা হইতে পারে, কিন্তু কদাচিৎ—অতি অল্পলোকের মধ্যে; নতুবা "জাতপ্রেমভক্ত"-শব্দই বৃথা হইত। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের প্রভাবে ভগবৎকৃপায় চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; ক্রমশঃ সমস্ত অনর্থ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলে সেই শুদ্ধসত্ত্বই কৃষ্ণপ্রেমরূপে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি সুদুর্ল্লভা বলিয়া এতাদৃশ অকৈতব-প্রেমও সুদুর্ল্লভ। কৃষ্ণভক্তির পরিণতিই কৃষ্ণপ্রেম; কৃষ্ণভক্তি সুদুর্ল্লভা বলিলে একথা বুঝায় না যে, কিছুতেই কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায় না—বরং ইহাই বুঝায় যে—তাহা সহজে পাওয়া যায় না, যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না—সুতরাং অতি অল্প লোকের মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণপ্রেমসম্বন্ধেও তাহাই—অতি অল্পলোকের মধ্যেই অকৈতব প্রেম দৃষ্ট হয়।

ইহার হেতুও আছে। কৃষ্ণপ্রেম হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। তাই ইহার গতি থাকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে; যেহেতু সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই স্বরূপশক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু জীবস্বরূপে স্বরূপশক্তি নাই (১।৪।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষরূপ কৃষ্ণপ্রেমও জীবের মধ্যে স্বভাবতঃ থাকিতে পারে না; তাই বলা হইয়াছে—হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়। মনুষ্য লোকের জীব স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত বলিয়া মায়াশক্তিদ্বারা কবলিত (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); মায়াশক্তি সর্ব্বদাই জীবকে বিষয়ভোগ করাইতে—নিজের সুখের নিমিত্ত ব্যস্ত করিয়া রাখিতে—চাহে; তাই মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত চেষ্টাতেই স্বসুখানুসন্ধান; মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহাও মায়াশক্তিরই বৃত্তি বলিয়া তাহার গতি থাকে জীবের নিজের দিকে, স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকে; তাই ইহা অকৈতব নয়। যাহা হউক, জীবচিত্তে স্বাভাবিকরূপে কৃষ্ণপ্রেম না থাকিলেও কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে—লৌহে স্বভাবতঃ দাহিকা শক্তি না থাকিলেও অগ্নির সংযোগে তাহাতে যেমন দাহিকা শক্তির সঞ্চার হয়, তদ্রূপ। কিন্তু জীবচিত্তে কিরূপে প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে? প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই সর্ব্বদিকে তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে জীবের চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন উক্তরূপে নিক্ষিপ্ত স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ তাহার বিশুদ্ধ চিত্তে গৃহীত হইয়া চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়া নিজে ভক্তি ও প্রেমরূপে পরিণত হয়। একথাই শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" এইরূপেই জীবচিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে।

উল্লিখিত প্রকারে **যদি হয় তার যোগ**—যদি চিত্তের সঙ্গে তার (কৃষ্ণপ্রেমের) যোগ (সংযোগ) হয়, শ্রীকৃষ্ণকৃপায় যদি চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে **না হয় তার বিয়োগ**—তার (আবির্ভূত প্রেমের আর চিত্তের সঙ্গে) বিয়োগ হয় না, চিত্ত হইতে সেই প্রেম তিরোহিত হয় না। কেহ মনে করিতে পারেন, প্রেমবস্তুটী যখন জীবচিত্তের স্বাভাবিক সম্পত্তি নহে, কৃষ্ণকৃপায় প্রাপ্ত আগন্তুক বস্তুমাত্র, তখন ইহা স্থায়ী না হইতেও পারে; অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তির ন্যায় সময়ে অন্তর্হিত হইয়াও যাইতেও পারে। এই আশঙ্কার উত্তরেই যেন বলিতেছেন—না, তা নয়, চিত্তে একবার প্রেমের উদয় হইলে তাহা আর অন্তর্হিত হয় না। জ্বলন্ত অগ্নির সহিত লৌহের সংযোগ নষ্ট হইলেই অগ্নি হইতে প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যায়। তদ্রূপ চিত্তের সহিত আগন্তুক-স্বরূপশক্তির সংযোগ নষ্ট হইলেই প্রেমও ক্রমশঃ অন্তর্হিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্বরূপশক্তির সংযোগ নষ্ট হয় না, স্বরূপশক্তি জীবচিত্তকে একবার কৃপা করিলে সেই কৃপা হইতে তাহাকে আর বঞ্চিত করেনা। ইহার হেতুও আছে। স্বরূপ-শক্তির একমাত্র কৃত্যই হইল শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদন। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনেই তাঁহার সর্ব্বাতিশায়িনী প্রীতি; সুতরাং এই আস্বাদনের আনুকূল্য বিধানই স্বরূপশক্তির স্বধর্ম্ম। এই আনুকূল্য বিধানেই স্বরূপশক্তি সর্ব্বদা তৎপরা, তাই স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের লীলাধামরূপে, নিত্যসিদ্ধ পরিকররূপে, পরিকর-চিত্তে প্রেমরসরূপে, নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ জীবহৃদয়েও প্রেমরসরূপে বিরাজিত। সেবাবাসনার একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সেব্যের প্রীতিবিধানেও ইহার সেবোৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। স্বরূপশক্তির কৃষ্ণসেবার উৎকণ্ঠাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীলা, তাই পরিকরভুক্ত ভক্তদের চিত্তের প্রেমরস শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আস্বাদন করাইয়াও তাহার যেন বলবতী বাসনা জাগে—কিসে প্রেমরস-নির্য্যাসের পাত্র-সংখ্যা বর্দ্ধিত করা যায়। এক বিরাট অনাবাদিত ক্ষেত্র আছে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীবের অসংখ্য চিত্ত। তাই সেই দিকেই স্বরূপ-শক্তির লক্ষ্য। সর্ব্বদাই সুযোগ সন্ধান করা হইতেছে। জীবচিত্ত যখন মলিন থাকে, তখন সেই সুযোগ ঘটেনা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ যেন মলিন চিত্ত হইতে ছিট্‌কাইয়া দূরে অপসারিত হইয়া যায়। যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখনই স্বরূপ-শক্তির সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই স্বরূপ-শক্তি ঐ চিত্তকে কৃপা করে, সেই চিত্তে প্রেমরূপে পরিণত হইয়া চিত্তকে প্রেমরসের ভাণ্ডারে পরিণত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত করে। জীবকে এই ভাবে কৃপা করাই যখন স্বরূপ-শক্তির স্বধর্ম্ম, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যে চিত্ত একবার স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করে, সেই চিত্ত আর সেই কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না, যে চিত্তে একবার প্রেম আবির্ভূত হয়, সেই চিত্ত হইতে প্রেম আর অন্তর্হিত হয় না—অন্তর্হিত হওয়া প্রেমরসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত নয়, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার জন্য উৎকণ্ঠিতা স্বরূপ-শক্তিরও অভিপ্রেত নয়। এই অবস্থায় কে প্রেমকে অপসারিত করিতে পারে? যাহা হউক, প্রেমের শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি আছে; যে চিত্তে প্রেম আছে, সেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণও আছেন—"প্রণয়-রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম" হইয়া, সাধুভক্তদ্বারা "গ্রস্তহৃদয়" হইয়া থাকেন। যতক্ষণ প্রেম থাকিবে, ততক্ষণ প্রেমরসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণ সেই চিত্ত ত্যাগ করেন না। ভক্তচিত্তে প্রেম যখন সর্ব্বদাই থাকে, তখন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বদাই থাকেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই চিত্তের বিয়োগ (বিরহ) হয়না (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই নিরবচ্ছিন্ন মিলনের আনন্দ কৃষ্ণের পক্ষে যেমন আস্বাদ্য, ভক্তের পক্ষেও তেমনি আস্বাদ্য। তবে উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া রস-আস্বাদনের নবায়মান চমৎকারিত্ব বিধানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট হইতে কৌতুকবশতঃ সময়ে সময়ে একটু দূরে অবস্থান করেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের সাময়িক বিরহ (বিয়োগ) হইতে পারে; তখন ভক্ত মনে করেন—"আমার চিত্তে প্রেম নাই, ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ; যদি প্রেম থাকিত, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেন?" তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহবশতঃ "বাহে বিষজ্বালা হয়" বটে কিন্তু "ভিতরে আনন্দময়"। যেহেতু, এই প্রেমার আস্বাদন, "তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্রে মিলন ॥২।২।৪৫॥" যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে "ভিতরে আনন্দময়" হইলেও কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখের অসহ্য জ্বালা "বাহ্য বিষজ্বালাকে" এমন এক তীব্রতা দান করে, যাহাতে ভক্ত প্রাণত্যাগ করিতে পর্য্যন্ত কৃতসঙ্কল্প হন। তাই বলা হইয়াছে, **বিয়োগ হৈলে** কেহো না জীয়য়—বিরহ হইলে কেহই জীবিত থাকেনা, থাকিতে পারেনা। (ইহা শ্লোকস্থ "বিরহে হোন্তম্মি কঃ জীঅই" অংশের অর্থ)। কিন্তু বাস্তবিক মরাও হয় না (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬।৩৭ ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়, প্রভুর চিত্তে যে কৃষ্ণপ্রেম নাই, তাহার প্রমাণ রূপেই তিনি "কই অব রহিঅং" শ্লোকটী বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ—"মনুষ্যলোকে সাধারণতঃ অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম কাহারও

এত কহি শচীসুত, শ্লোক পঢ়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন হৃদয়কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাইয়া॥ ৩৯

তথাহি মহাপ্রভুপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—
ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ ৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন প্রেমেতি। হরৌ শ্রীনন্দনন্দনে মে মম প্রেমগন্ধঃ প্রেমাভাসঃ দরাপি স্বল্পোঽপি নাস্তি। সৌভাগ্যভরং নিজসৌভাগ্যাতিশয়ং প্রকাশিতুং ক্রন্দামি রোদনং করোমীত্যর্থঃ। বংশীবিলাসী নন্দনন্দনস্তস্যাননলোকনং মুখারবিন্দ-দর্শনং বিনা যৎ যস্মাৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বিভর্ম্মি ধারয়ামি। ইতি শ্লোকমালা। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয় না; আমার তাহা থাকিবে কিরূপে? কদাচিৎ দু'এক জনের ভাগ্যে অকৈতব-প্রেমলাভ ঘটে বটে; কিন্তু আমার সেই সৌভাগ্য হয় নাই—যদি হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণের সহিত আমার মিলন হইত এবং কখনও বিরহ হইত না, বিরহ হইলেও আমি আর বাঁচিতাম না; কিন্তু তোমরা দেখিতেছ—কৃষ্ণের সহিত আমার মিলন হয় নাই—তথাপি আমি এখনও জীবিত আছি; ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আমার কৃষ্ণপ্রেম নাই।"

এস্থলে যে যুক্তির কথা বলা হইল, ঠিক এইরূপ যুক্তি-অনুসারেই পরবর্ত্তী "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি" ইত্যাদি শ্লোকেও প্রভু সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অকৈতব-প্রেমতো দূরের কথা, কপটপ্রেমও তাঁহাতে নাই। বলা বহুল্য, এ সমস্তই প্রভুর দৈন্যোক্তি। বস্তুতঃ, কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই যে, যাঁহার এই প্রেমধন আছে, তিনিই মনে করেন, প্রেমের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই।

৩৯। এত কহি—এই বলিয়া। এস্থলে "এত" শব্দে পরবর্ত্তী "আপন হৃদয়কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তবু কহি লাজবীজ খাইয়া॥"-বাক্যকে বুঝাইতেছে; যদি পূর্ব্ববর্ত্তী "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম" ইত্যাদি বাক্যকে বুঝাইত, তাহা হইলে "আপন হৃদয় কাজ" ইত্যাদি বাক্যের কোনও সঙ্গতি থাকিত না। **শ্লোক পঢ়ে**—পরবর্ত্তী "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি" ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেন। **দোঁহে**—রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদর। **আপন হৃদয়-কাজ**—নিজের হৃদয়ের কার্য্য; কৃষ্ণপ্রেম না থাকা সত্ত্বেও যে আমার হৃদয় কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনা করে, এবং কৃষ্ণকে না পাইয়া ক্রন্দন করে—তাহা। **বাসিয়ে লাজ**—লজ্জা হয়। **লাজবীজ খাইয়া**—লাজের মাথা খাইয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া, নির্লজ্জ হইয়া।

শ্লো। ৬। অন্বয়। হরৌ (হরিতে—শ্রীকৃষ্ণে) দরাপি (স্বল্পমাত্রও) প্রেমগন্ধঃ (প্রেমের গন্ধ) মে (আমার) নাস্তি (নাই)। সৌভাগ্যভরং (সৌভাগ্যাতিশয়) প্রকাশিতুং (প্রকাশ করিতেই) ক্রন্দামি (ক্রন্দন করি)। যৎ (যেহেতু) বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা (বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন ব্যতীতও) প্রাণপতঙ্গকান্ (প্রাণপতঙ্গকে) বৃথা বিভর্ম্মি (বৃথা ধারণ করিতেছি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণে আমার স্বল্পমাত্র প্রেমগন্ধও নাই; কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয় (আমি নিজে যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, তাহা) প্রকাশ করিবার নিমিত্তই ক্রন্দন করিতেছি। কেন না (আমাতে যে প্রেমের লেশমাত্রও নাই, তাহার প্রমাণ এই যে,) বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন ব্যতীতও আমি প্রাণপতঙ্গকে বৃথা ধারণ করিতেছি। ৬।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ-পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪০

যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪০। **শুদ্ধ**—স্বসুখ-বাসনাশূন্য। **প্রেম-গন্ধ**—প্রেমের গন্ধ; প্রেমের লেশ মাত্র। **দূরে শুদ্ধ-প্রেমগন্ধ**—স্বসুখবাসনাহীন শুদ্ধপ্রেমের লেশমাত্রও আমাতে থাকা তো দূরের কথা; অর্থাৎ অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের গন্ধমাত্রও আমাতে তো নাইই। এইরূপ দৈন্য শুদ্ধপ্রেমের স্বভাব হইতেই উদ্ভূত হয়। **কপট**--নিজের সুখের বাসনাযুক্ত। **বন্ধ**—বন্ধন; বন্ধন করা যায় যদ্দ্বারা। **সেহ**—কপট-প্রেমের বন্ধনও। **কৃষ্ণপায়**—কৃষ্ণের পায়ে; শ্রীকৃষ্ণের চরণে। **কপট-প্রেমের** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের চরণের সঙ্গে স্বসুখবাসনাযুক্ত প্রেমের বন্ধনও আমার নাই।

দৈন্যের সহিত প্রভু বলিতেছেন—"নিজের কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণের আশ্রয় গ্রহণও আমার ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের কথা তো বহুদূরে।" ইহা শ্লোকস্থ প্রথম চরণের অর্থ।

আচ্ছা, যদি শ্রীকৃষ্ণের চরণে তোমার প্রেমই না থাকে, তবে তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "তবে যে করি ক্রন্দন" ইত্যাদি। **স্বসৌভাগ্য**—নিজের সৌভাগ্য। **প্রখ্যাপন**—জ্ঞাপন। **স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করি**—নিজের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করি বা জানাই। আমি যে অত্যন্ত প্রেমিক, তাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্—ইহা সকলকে জানাইবার জন্যই আমি ক্রন্দন করি, আমি কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করি না। এইরূপ ক্রন্দন করিলে লোকে আমাকে অত্যন্ত প্রেমিক বলিয়া প্রশংসা করিবে, এই আশায়ই আমি ক্রন্দন করি। আমার ক্রন্দন কপট-ক্রন্দন, প্রতিষ্ঠা বা সুখ্যাতি লাভের জন্যই আমি ক্রন্দন করি।

ইহা শ্লোকস্থ দ্বিতীয় চরণের অর্থ।

৪১। শ্রীকৃষ্ণে কপট-প্রেমের বন্ধনও যে নাই, তাহা কিরূপে বুঝিলেন, তাহা বলিতেছেন।

অন্বয়। যাহাতে বংশীধ্বনিসুখ (জন্মে), সেই চাঁদমুখ দেখি নাই (বলিয়া) যদ্যপি (আমার) সেই (চন্দ্রমুখ-শ্রীকৃষ্ণরূপ) আলম্বন নাই, (তথাপি আমি) নিজদেহে প্রীতি করিতেছি; ইহা কেবলই কামের রীতি; (কামের রীতিতেই) প্রাণকীটের ধারণ করিতেছি।

যাতে বংশীধ্বনি সুখ—যাতে (যে মুখচন্দ্রে) বংশীধ্বনিসুখ জন্মে; যে মুখচন্দ্রের বংশীধ্বনিতে সুখ জন্মে। **না দেখি** সে চাঁদমুখ—সেই চন্দ্রবদন না দেখিয়া; শ্রীকৃষ্ণের সেই চন্দ্রবদন দেখিতে না পাওয়ায়। **আলম্বন**—বিষয়ালম্বন; প্রেমের বিষয়। যাহার প্রতি প্রেম করা যায়, তাহাকে প্রেমের বিষয় বলে; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই) প্রেমের বিষয়। **যদ্যপি সে** ইত্যাদি—যদিও সেই (চন্দ্রবদনরূপ) আলম্বন নাই।

বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে সেই মুখের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই মুখকে (বা সেই মুখচন্দ্রের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে) প্রেমের বিষয়ীভূত করা যায়। যদি সেই মুখের দর্শন পাইতাম, তাহা হইলে—শ্রীকৃষ্ণে অকৈতব-প্রেম না জন্মিলেও—অন্ততঃ নিজের সুখের উদ্দেশ্যেও হয়তো তাঁহাতে প্রেম করিতে পারিতাম; কিন্তু তাঁহার চন্দ্রবদনের দর্শন যখন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, তখন তাঁহার চরণে কপট-প্রেমের বন্ধনও (নিজের সুখের নিমিত্তও তাঁহাতে প্রেম করার ভাগ্যও) যে আমার নাই, ইহাতে আর কি সন্দেহ আছে? (ইহা শ্লোকস্থ তৃতীয় চরণের অর্থ)। তথাপি আমি **নিজদেহে করি প্রীতি**—নিজ দেহের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেছি, প্রীতির সহিত নিজদেহের লালন-পালন মার্জ্জন-ভূষণ করিতেছি;

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ-গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

আমার দেহের এই প্রীতিমূলক লালন-পালনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধই নাই; দেহের মঙ্গলাদির উদ্দেশ্যেও যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি দেখাইতাম, তাহা হইলেও বরং শ্রীকৃষ্ণে আমার কপট প্রেম থাকিত; কিন্তু তাহাও যখন করিতেছিনা, তখন ইহা আমার শুদ্ধ-কামব্যতীত আর কিছুই নহে। **কেবল কামের রীতি**—একমাত্র কামেরই আচরণ। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১॥" একমাত্র নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার নামই কাম; প্রভু দৈন্যপূর্ব্বক বলিতেছেন—"আমি যে দেহের প্রতি প্রীতি দেখাইতেছি, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, তাহা শুদ্ধ কাম মাত্র; এই কামের অনুরোধেই আমি **প্রাণকীটের** করিয়ে ধারণ—প্রাণরূপ কীটের পোষণ করিতেছি, প্রাণধারণ করিতেছি।" কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত যদি প্রাণধারণ করা যায়, তাহা হইলেই প্রাণধারণ সার্থক হইতে পারে; কেবল নিজের সুখের নিমিত্ত বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা নাই, এইরূপ প্রাণধারণ নিরর্থক। ইহা শ্লোকস্থ চতুর্থ চরণের অর্থ। শ্লোকে আছে "প্রাণ-পতঙ্গকান্"—তাহারই অনুবাদ "প্রাণকীট।" মনুষ্যাদি প্রাণীর তুলনায় কীট যেমন অতি তুচ্ছ, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত প্রাণের তুলনায় আত্মসেবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত প্রাণও তেমনি অতি তুচ্ছ—ইহাই "কীট" শব্দের ব্যঞ্জনা। **প্রাণ** পাঁচ রকমের—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান; প্রাণবায়ুর স্থিতি হৃদয়ে, অপান-বায়ুর স্থিতি গুহ্যদ্বারে, সমানবায়ুর স্থিতি নাভিদেশে, উদানবায়ুর স্থিতি কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ুর স্থিতি সর্ব্বশরীরে। প্রাণবায়ুর ক্রিয়ায় অন্নপ্রবেশ, অপান বায়ুর ক্রিয়ায় মূত্রাদির বহির্গমন, সমানবায়ুর ক্রিয়ায় পরিপাক, উদানবায়ুর ক্রিয়ায় কথাবার্ত্তা এবং ব্যানবায়ুর ক্রিয়ায় নিমেষাদি ব্যাপার সংঘটিত হয়; (প্রাণ পাঁচ রকমের বলিয়া শ্লোকে বহুবচনান্ত প্রাণপতঙ্গকান্ শব্দ আছে); পাঁচটী প্রাণের প্রত্যেকটীর ক্রিয়ার সহিতই যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেই তাহার ক্রিয়া সার্থক হইতে পারে; শ্লোকস্থ বহুবচনান্ত "প্রাণপতঙ্গকান্" শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য—"শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধরহিতভাবে আমার প্রাণ ধারণে পাঁচটী প্রাণই আমার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, আমার আহার বিহার-শ্বাস-প্রশ্বাসাদি সমস্তই বৃথা—সমস্তই কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিরূপ কামের পুষ্টিসাধনই করিতেছে। আমার এই ঘৃণিত প্রাণধারণেও ধিক্।"

৪০।৪১ ত্রিপদীর যুক্তি এই:—"শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—কোনওরূপ সম্বন্ধ না রাখিয়াও আমি যখন প্রাণধারণ করিতেছি, নিজদেহের প্রতি প্রীতি দেখাইতেছি, তখন আর সন্দেহ কোথায় যে, আমাতে অকৈতব-প্রেম তো দূরের কথা, কপট-প্রেমও নাই?"

৪২। শুদ্ধপ্রেমের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন, ৪২-৪৩ ত্রিপদীতে। **সুনির্ম্মল**—যাহাতে বিন্দুমাত্রও মলিনতা নাই; সম্যক্‌রূপে বিষয়বাসনাদিশূন্য। **শুদ্ধ গঙ্গাজল**—তৃণ-কর্দ্দমাদিশূন্য গঙ্গাজল; যে গঙ্গাজলে তৃণপত্র বা কোনওরূপ কর্দ্দমাদি নাই। তৃণ-কর্দ্দমাদিশূন্য গঙ্গাজল যেমন সংসার-মোচক এবং সুস্বাদু, বিশুদ্ধ (আত্মসুখবাসনাশূন্য) কৃষ্ণ-প্রেমও তদ্রূপ সংসার-মোচক এবং অতি মধুর। গঙ্গাজলের সহিত কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা করার আরও তাৎপর্য্য এই যে, তৃণ-কর্দ্দমাদি মিশ্রিত থাকুক আর না-ই থাকুক, সর্ব্বাবস্থাতেই গঙ্গাজল জীবকে সংসার হইতে মুক্ত করিতে পারে; তৃণকর্দ্দমাদি মিশ্রিত থাকিলে সুস্বাদু হয় না মাত্র—কৃষ্ণপ্রেমও তেমনি স্বসুখবাসনাযুক্তই হউক, আর স্বসুখবাসনাশূন্যই হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই জীবের সংসার-বন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে; তবে স্বসুখবাসনাযুক্ত হইলে তাহা মধুর হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। যদি বল স্বসুখবাসনাযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম যে জীবের সংসার ক্ষয় করিতে পারে, তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—"কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয়-সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এ ত বড় মূর্খ॥ আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥ ২।২২।২৫-২৬॥"

শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু,　　পাই তার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে,　　তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ? ॥ ৪৩

এইমত দিনে দিনে,　　স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়,　　ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুতচরিত ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অমৃতের সিন্ধু—অমৃতের মহাসমুদ্র। সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম অমৃতের সিন্ধুর তুল্য সুস্বাদু এবং অপরিমেয়; শুদ্ধপ্রেমে অমৃতের ন্যায় আস্বাদন-চমৎকারিতা আছে এবং সুচিরকাল পর্য্যন্ত বহুলোকে আস্বাদন করিলেও ইহার পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না—বহুকালব্যাপী সূর্য্যোত্তাপাদি দ্বারাও যেমন সমুদ্রের জল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ।

নির্ম্মল সে অনুরাগে—সেই সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমে। **অন্যদাগে**—অন্য চিহ্ন, স্বসুখবাসনাদিরূপ চিহ্ন। **মসীবিন্দু**—কালির বিন্দু। পরিষ্কার শুক্লবস্ত্রের ক্ষুদ্র কালির চিহ্নটীও যেমন ধরা পড়ে, এই সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের সহিত সামান্যমাত্র অন্যবাসনা থাকিলেও তাহা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

৪৩। **শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু**—এই শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম সুখের সিন্ধু (মহাসমুদ্র) তুল্য; কিন্তু সমুদ্রতুল্য হইলেও জগৎকে সুখের বন্যায় ভাসাইবার জন্য সমুদ্রের দরকার হয় না; **পাই তার এক বিন্দু**—সেই শুদ্ধপ্রেমরূপ সুখসমুদ্রের এক বিন্দুও যদি জগৎ পায়, তাহা হইলে, **সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়**—সেই একবিন্দুই সমস্ত জগৎকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ। "জগৎকে ডুবাইয়া দেওয়া"-বলিলে—স্বসুখবাসনাদি যাবতীয় জাগতিক বিষয়কে ডুবাইয়া দেওয়া বুঝায়। এই ত্রিপদীর তাৎপর্য্য এই যে—শুদ্ধপ্রেমে যে অপরিমিত সুখ আছে, তাহার এক বিন্দুর—সামান্যমাত্রের—আস্বাদনেই যাবতীয় বিষয়-বাসনা সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইতে পারে—শুদ্ধপ্রেমের সামান্যমাত্র আস্বাদনেই—সমগ্র বিষয়সুখের সমবেত আস্বাদন-মাধুর্য্যও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং ন্যক্কারজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

কহিবার যোগ্য নহে—এই শুদ্ধ-প্রেমের সুখ অবর্ণনীয়, বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; কারণ "সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।" **বাউলে কহে**—বাউল অর্থ বাতুল, পাগল। ঐ প্রেম-সুখসিন্ধুর একবিন্দু পান করিলেও লোক বাউল (পাগল) হইয়া যায়, পাগল হইয়া সেই সুখের বর্ণনা করিতে যায়। **পাতিয়ায়**—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে। ঐ সুখের কথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না; কারণ, যিনি ইহা অনুভব করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্যে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

৪৪। কৃষ্ণপ্রেমে যে সুখ-দুঃখ যুগপৎ বিদ্যমান, তাহাই বলিতেছেন, ৪৪-৪৫ ত্রিপদীতে।

দিনে দিনে—প্রতিদিন। **করেন বিদিত**—মহাপ্রভু জানান। **বাহ্যে**—বাহিরে।

বিষজ্বালা হয়—বিষের জ্বালার ন্যায় কষ্টদায়ক। **অমৃতময়**—অমৃতের ন্যায় সুখদায়ক। এই প্রেমে বিষের জ্বালার ন্যায় বাহিরে দুঃখানুভব হইলেও মনে মহা আনন্দ থাকায় কোনও কষ্টই হয়না, পরন্তু সুখই হয়। যেহেতু সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম, শরীরের নহে।

হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া প্রেম স্বরূপতঃই সুখস্বরূপ, বিরহ হইল এই সুখস্বরূপ প্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ, তাই ইহা বস্তুতই পরম-আস্বাদ্য। তপ্ত ইক্ষু তপ্ত হইলেও মিষ্ট। এবিষয়ে বৃহদ্‌ভাগবতামৃত বলেন—"প্রাগ্‌যদ্যপি প্রেমকৃতাৎ প্রিয়াণাং বিচ্ছেদদাবানলাবেগতোঽন্তঃ। সন্তাপজাতেন দুরন্তশোকাবেশেন গাঢ়ং ভবতীব দুঃখম্॥ তথাপি সম্ভোগসুখাদপি স্তুতঃ স কোঽপ্যনির্ব্বাচ্যতমো মনোরমঃ প্রমোদরাশিঃ পরিণামতো ধ্রুবং তত্র স্ফুরেত্তদ্রসিকৈকবেদ্যঃ॥ ১।৭।১২৩-৪॥—প্রেমকৃত প্রিয়জন-বিরহানলের বেগ হইতে যে সন্তাপ জন্মে, তজ্জনিত দুরন্ত শোকের প্রবেশ হইলে প্রথমতঃ অন্তরে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে সম্ভোগ-সুখ হইতেও প্রশংসনীয় যে এক অনির্ব্বচনীয় রসিক-জনৈকবেদ্য, মনোরম, আনন্দরাশির স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা নিশ্চিত।"

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৪৫

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৩০)—
পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পীড়াভিরিতি। পীড়াভিঃ কৃত্বা নবকালকূটস্য সর্পশাবকবিষস্য কটুতায়াঃ যো গর্ব্ব তস্য নির্ব্বাসনঃ অনাশ্রয়প্রদঃ নিঃস্যন্দেন প্রবণেন মুদাং হর্ষাণান্। সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ সুধায়াঃ অমৃতস্য মধুরিম্না মাধুর্য্যেণ যোঽহঙ্কার স্তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বীকরোতি ইতি তথা। সুন্দরি হে নান্দিমুখি! নন্দনন্দনপরঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ঃ প্রেমা যস্য জনস্য অন্তরে হৃদি জ্ঞায়ন্তে তেনৈব বুধ্যন্তে অস্য প্রেম্নঃ বক্রমধুরাঃ সুখদুঃখদাঃ বিক্রান্তয়ঃ পরাক্রমাঃ। চক্রবর্ত্তী। ৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৫। **তপ্ত ইক্ষু**—ইক্ষুদণ্ড আগুনে ঝল্সাইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে চিবাইয়া খাইলে অত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া মনে হয়।

তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ—শীতল ইক্ষু অপেক্ষা তপ্ত ইক্ষুর স্বাদ বেশী। এজন্য চর্ব্বণকালে তপ্ত ইক্ষু উষ্ণতাবশতঃ মুখে রাখা নিতান্ত কষ্টকর হইলেও অত্যধিক সুস্বাদবশতঃ ত্যাগ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমও তদ্রূপ—বাহিরে বিষজ্বালার ন্যায় কষ্টকর হইলেও ভিতরে অনির্ব্বচনীয় মধুরতা-প্রযুক্ত পরম উপাদেয় বলিয়া মনে হয়, এজন্য ইহা ত্যাগ করা যায় না।

না যায় ত্যজন—ত্যাগ করা যায়না। **এই প্রেমা** ইত্যাদি—যাঁহার এই প্রেম আছে, তিনি ইহার বিক্রম (প্রভাব) জানেন, বাহিরে বিষের ন্যায় জ্বালাময় হইলেও ভিতরে যে অমৃতের ন্যায় মধুর (সুতরাং বিষামৃতের মিলনতুল্য), তাহা তিনিই জানেন, অন্যে জানিতে পারে না। (এই উক্তির-প্রমাণরূপে নিম্নে "পীড়াভিঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে)।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সুন্দরি (হে সুন্দরি নান্দীমুখি)! পীড়াভিঃ (পীড়াদ্বারা—যন্ত্রণাদায়কত্ববিষয়ে) নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনঃ (সর্পশাবকের বিষের গর্ব্বধ্বংসকারী), মুদাং (আনন্দের) নিঃস্যন্দেন (ক্ষরণদ্বারা—আনন্দদায়কত্ববিষয়ে) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (অমৃত-মাধুর্য্যের অহঙ্কারসঙ্কোচনকারী) নন্দনন্দনপরঃ (নন্দনন্দন-বিষয়ক) প্রেমা (প্রেম) যস্য (যাঁহার) অন্তরে (অন্তঃকরণে) জাগর্ত্তি (জাগ্রত হয়), তেন (তাঁহাদ্বারা) এব (ই) অস্য (ইহার—এই প্রেমের) বক্রমধুরাঃ (বক্র ও মধুর) বিক্রান্তয়ঃ (বিক্রমসকল) স্ফুটং (পরিষ্কাররূপে) জ্ঞায়ন্তে (জ্ঞাত হয়)।

অনুবাদ। দেবী-পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিয়াছিলেন, "সুন্দরি! শ্রীনন্দনন্দনবিষয়ক প্রেম যাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয়, এই প্রেমের বক্র অথচ মধুর বিক্রম, সেই ব্যক্তিই স্পষ্টরূপে জানিতে পারেন। এ প্রেমের এমনই পীড়া যে, নূতন-কালকূট-বিষের কটুত্বগর্ব্বকেও ইহা বিদূরিত করিয়া দেয়; আবার যখন এ প্রেমের আনন্দধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, তখন অমৃতের মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কারকেও ইহা সঙ্কুচিত করিয়া থাকে।" ৭

কৃষ্ণপ্রেমে সুখও আছে, দুঃখও আছে—যন্ত্রণাও আছে, আনন্দও আছে; ইহার যন্ত্রণা এতই তীব্র যে, ইহা নূতন-কালকূটের কটুতা-গর্ব্বকেও খর্ব্ব করিয়া দেয়; **নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনঃ**—নূতন যে কালকূট (বা সর্প)—সর্পশাবক, তাহার কটুতা বা বিষের যে গর্ব্ব বা অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারেরও নির্ব্বাসনদাতা এই প্রেমের দুঃখ। পরিণত বয়সের সর্প অপেক্ষা সর্প-শাবকের বিষ অধিকতর তীব্র; তীব্রতা-বিষয়ে সর্পশাবকের বিষের একটা গর্ব্ব আছে; কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের যন্ত্রণার তীব্রতার তুলনায় সর্পশাবকের বিষের তীব্রতাও

যেকালে দেখে জগন্নাথ,　　শ্রীরাম সুভদ্রা-সাথ,
　　তবে জানে—আইলাঙ কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন,　　দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
　　জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥ ৪৬

গরুড়ের সন্নিধানে,　　রহি করে দরশনে,
　　সে-আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে,　　আছে এক নিম্নখালে
　　সে-খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৪৭

তাহাঁ হৈতে ঘরে আসি,　　মাটীর উপরে বসি,
　　নখে করে পৃথিবী-লিখন।
হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন,　　কাহাঁ গোপেন্দ্র-নন্দন,
　　কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥ ৪৮

কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম,　　কাহাঁ সেই বেণুগান,
　　কাহাঁ সেই যমুনাপুলিন।
কাহাঁ রাসবিলাস,　　কাহাঁ নৃত্য-গীত-হাস,
　　কাহাঁ প্রভু মদনমোহন ॥ ৪৯

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অকিঞ্চিৎকর; ইহা সর্পবিষ অপেক্ষাও অধিকতর জ্বালাকর। আবার **মুদাং নিঃস্যন্দেন**—এই প্রেমের আনন্দধারা যখন ক্ষরিত হইতে থকে, তখন ইহার মাধুর্য্যের তুলনায় সুধার মাধুর্য্যও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। **সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ**—সুধা বা অমৃতের যে মধুরিমা বা মাধুর্য্য, তাহার যে অহঙ্কার বা গর্ব্ব, তাহারও সঙ্কোচক হয় কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য। একই বস্তুতে এই যে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ—যন্ত্রণা ও আনন্দ—এবং তাহাদের তীব্রতা, ইহা কেহ কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারে না; ইহা একমাত্র অনুভবের বিষয়; যাঁহার অন্তঃকরণে কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হইয়াছে, একমাত্র তিনিই ইহার **বক্রমধুরাঃ**—বক্র ও মধুর—তীব্রযন্ত্রণাদায়ক, অথচ অমৃতনিন্দি মধুর—**বিক্রান্তয়ঃ**—প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারেন, অন্যে পারে না।

৪৫ ত্রিপদীর প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিরহদশার প্রকারান্তর বর্ণন করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রভু যখন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইত, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

যে কালে…কুরুক্ষেত্র—এইটী গ্রন্থকারের উক্তি। **শ্রীরাম**—শ্রীবলরাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন শ্রীবলদেব ও সুভদ্রার সহিত জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন, তখন শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি মনে করেন, যেন কুরুক্ষেত্রে আসিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। ২।১।৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সফল হইল…নেত্র—এইটী রাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর উক্তি। **পদ্মলোচন**—কমলনেত্র, শ্রীকৃষ্ণ। মহাপ্রভু আপনাকে শ্রীরাধিকা বলিয়া মনে করিতেছেন, আর শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিয়া মনে করিতেছেন "কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম, তাহাতে আমার জীবন সার্থক হইল, আমার দেহ, মন ও চক্ষু জুড়াইল।" **তনু**—দেহ। **নেত্র**—নয়ন, চক্ষু।

৪৭। "গরুড়ের সন্নিধানে" হইতে "পৃথিবী লিখন" পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি। **গরুড়ের**—গরুড়স্তম্ভের। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে রত্নবেদীর সম্মুখভাগে পূর্ব্বদিকে একটী নাটমন্দির আছে; এই নাটমন্দিরের মধ্যে পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী স্তম্ভের মাথায় একটী গরুড়মূর্ত্তি আছে; এই স্তম্ভটীকে গরুড়স্তম্ভ বলে। মহাপ্রভু এই গরুড়স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন।

সে আনন্দের—শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে যে আনন্দ জন্মে তাহার। **বল**—প্রভাব, পরাক্রম, শক্তি, উচ্ছ্বাস। জগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু যে আনন্দ পাইতেন, তাহার প্রভাব অনির্ব্বচনীয়।

নিম্নখালে—গরুড়স্তম্ভের মূলদেশে একটী গর্ত্ত-বিশেষ। জগন্নাথ-দর্শনে মহাপ্রভুর যে প্রেমাশ্রু নির্গত হইত, সেই অশ্রুতেই ঐ গর্ত্তটী পূর্ণ হইয়া যাইত। **অশ্রুজল**—চক্ষুর জল।

৪৮-৪৯। **তাহাঁ হৈতে**—জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে। **পৃথিবীলিখন**—নখের

উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হইল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পঢ়িতে ॥ ৫০

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)—
অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণান্মত্বা সবৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ অমূনীতি। হে হন্দন ... দিনন্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুমশ... সঙ্কোচে...। হা খেদে হন্ত বিষাদে তয়োরতিশয়েন বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়ামি অতিবাহয়ামি অন্তরে হৃদি পদিশেত্যর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাধন্যানি। নমু যন্ত্বনঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চ বো বিচিন্বন্তি ইতি দিশা তমেব ...উক্ত্যা পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিমিতিবদাহ হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং ম ত্বমেব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

...াটীতে আঁক দেওয়া, মাটী খোঁটা। ইহা, অভীষ্ট-বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভীষ্টের প্রাপ্তিজনিত চিন্তার একটী লক্ষণ।

"হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন" হইতে "মদনমোহন" পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর খেদোক্তি।

কাহাঁ—কোথায়। **গোপেন্দ্রনন্দন**—নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ। **ত্রিভঙ্গঠাম**—তিনবাঁকা হইয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গী। **রাসবিলাস**—বৃন্দাবনস্থ রাসক্রীড়া। **নৃত্য-গীতহাস**—বৃন্দাবনীয় রাসলীলাদিতে প্রকটিত নৃত্য-গীত-হাস্যাদি। **মদনমোহন**—বৃন্দাবনে শ্রীরাধার দক্ষিণ পার্শ্বে যখন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এতই বিকসিত হয় যে, তাঁহাকে দেখিয়া বিশ্বমোহনকারী স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত। ৮। ৩২॥"

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার তৃপ্তি হইতেছিল না; তাঁহার মনে কেবল বৃন্দাবনের কথা, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের কথা, বৃন্দাবনে তাঁহার বিবিধ লীলা ও লীলাস্থলীর কথা এবং সে সমস্ত লীলায় অপরিসীম আনন্দোচ্ছ্বাসের কথাদিই পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইতেছিল। কুরুক্ষেত্রের ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব ও পরিবেশ ভাব-বিকাশের অনুকূল নহে। বৃন্দাবনের পরিবেশ গোপীদিগের স্বচ্ছন্দ ভাববিকাশের পথে বিশেষ অনুকূল বলিয়া শ্রীরাধার মন বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। শ্রীরাধার সেই ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনেও শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে সেই সমস্ত কথাই উদিত হইতেছিল।

৫০। **নানা ভাবাবেগ**—নানাবিধ ভাবের প্রাবল্য। **নানাভাব**—নানাবিধ সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব (২।৮।১৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **উদ্বেগ**—মনের কম্পকে উদ্বেগ বলে; এই উদ্বেগ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার একটী অবস্থা; দীর্ঘশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

উদ্বেগোমনসঃ কম্প স্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে। স্তম্ভচিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥ উজ্জ্বলনীলমণি, পূর্ব্বরাগ। ১৩।

নারে গোঙাইতে—কাটাইতে (বা যাপন করিতে) পারে না। **বিরহানলে**—কৃষ্ণবিরহরূপ অগ্নির প্রদাহে। **ধৈর্য্য হৈল টলমলে**—ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

শ্লো। ৮। অন্বয়। হা হন্ত (হায় হায়) হা হন্ত (হায় হায়) হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! ত্বদালোকনং (তোমার দর্শন) অন্তরেণ (ব্যতীত) অধন্যানি (অধন্য) অমূনি (এই সমস্ত) দিনান্তরাণি (অহোরাত্রির অন্তর্গত ক্ষণলবাদি সময়কে) কথং (কিরূপে) নয়ামি (আমি অতিবাহিত করিব)?

তোমার দর্শনে বিনে,　　অধন্য এই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু,　　অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥ ৫১

উঠিল ভাব চাপল,　　মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন,　　কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ৫২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্ধুরসি তে দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। নন্থ ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতমিতি বদাহ হে হরে চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্ সোহয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। নন্থ কামিন্যো যূয়ং চপলা এব ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যাজ্য স্তত্র তন্নঃ প্রসীদেতিবৎ সদৈন্যমাহ হে করুণৈকসিন্ধো কৃপাসিন্ধুত্বাৎ ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনা নোঽনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্যাত্তুর্দ্দশায়াং (জ্জ্বরং) অনয়া তথা ক্রীড়ত স্তব দর্শনং বিনা অন্যৎ সমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব। সারঙ্গরঙ্গদা। ৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। হায় হায়! হায় হায়! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! তোমার দর্শন ব্যতীত দিনান্তর্গত এই ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি অধন্য সময় আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব? । ৮।

কৃষ্ণবিরহের তীব্রজ্বালায় শ্রীরাধার উদ্বেগ উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়িয়াছে; ক্ষণপরিমিত সময়ও যেন তাঁহার নিকটে কল্পপরিমিত বলিয়া মনে হইতেছে; সময় যেন আর কিছুতেই কাটিতেছে না; তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; শ্রীরাধার এতাদৃশভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

হা হন্ত—খেদ ও উদ্বেগসূচক বাক্য। দুইবার "হা হন্ত" উক্তি দ্বারা খেদ ও উদ্বেগের আধিক্য সূচিত হইতেছে।

৫১। তোমার দর্শন বিনে—হে কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন না করিয়া। ইহা শ্লোকস্থ "ত্বদালোকনমন্তরেণ"-বাক্যের অর্থ। **অধন্য এই** রাত্রিদিনে—ইহা শ্লোকস্থ "অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি"-বাক্যের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের অভাবে দিনরাত্রির অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষণকেই নিতান্ত অধন্য—নিন্দার্হ—বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা, অথচ তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতেছেনা; উদ্বেগাধিক্যে সময় যেন আর কাটিতেছেনা, দিনরাত্রির প্রতিপলই যেন পাথর হইয়া চাপিয়া বসিয়া আছে; তাই অত্যন্ত খেদের সহিত বলিতেছেন—**এই কাল না যায় কাটন**—এই অধন্য সময় কিছুতেই অতিবাহিত হইতেছেনা। ইহা শ্লোকস্থ "কথং নয়ামি"-অংশের অর্থ। তাই অতি দৈন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—**তুমি অনাথের বন্ধু**—হে কৃষ্ণ! তুমি তো অনাথের বন্ধু; তোমার বিহনে আমি অনাথ হইয়া পড়িয়াছি, আমায় কৃপা কর, তোমার অনাথবন্ধু-নাম সার্থক কর। **অপার-করুণাসিন্ধু**—হে হরে! তুমি করুণার অপার সমুদ্রতুল্য; আমি অতি দীনা, আমার প্রতি করুণা কর, একবার দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর।

৫২। "কৃপা করিয়া আমায় দর্শন দাও"—একথা বলিতে বলিতেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল; তাহার ফলে চাপল-ভাবের উদয় হইল, মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল, কি উপায়ে কৃষ্ণদর্শন পাওয়া যাইতে পারে, কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়াই তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভাবচাপল—চাপল-নামক সঞ্চারীভাব। রাগ এবং দ্বেষাদি জনিত চিত্তের লঘুতা বা গাম্ভীর্য্যহীনতাকে চাপল বলে। অবিচার, পারুষ্য এবং স্বচ্ছন্দাচরণাদি ইহার লক্ষণ। রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ।২।৪।৮১

তথাহি তত্রৈব (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি-
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৯ ॥

তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি-আমি জানি।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥ ৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ তস্যা উদ্‌ঘূর্ণাদশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং তত্রৈবোদ্বেগদশাচতুর্ভি স্তত্র প্রথমং নম্নু ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কাপ্যন্যত্র তাদৃগ্ বিকলা ন দৃশ্যতে ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদ্‌গম্ভীরা ভব সখ্যোপ্যেবং বোধয়ন্তীতি তস্য নর্ম্মোপলম্ভং মনস্যু [illegible] প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্বচ্ছৈশবমিতি। তচ্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুর্য্যাদিভি- [illegible] বিশ্চ ত্রিভুবনেঽদ্ভুতমবেহি জানীহি স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপলঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি এতদ্দ্বয়ং তব বা অধিগম্যং [illegible] মম বা। যদ্বা মচ্চাপলঞ্চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যম্। অন্যোবেদ ন চান্যদুঃখমখিলম্। [illegible] সখ্যোঽপি সম্যক্ ন জানন্তি যত এবং বদন্তীতিভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ তদিতি [illegible] ঈক্ষণাভ্যামুচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি যৎকৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাত্তত্ত্বমেবোপদিশ ইত্যর্থঃ। নম্নু ন দৃষ্টং

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ৯। অন্বয়। ত্বচ্ছৈশবং (হে কৃষ্ণ! তোমার শৈশব অর্থাৎ কৈশোর) মচ্চাপলঞ্চ (এবং আমার চপলতা) ত্রিভুবনাদ্ভুতং (ত্রিভুবনে অদ্ভুত) ইতি (ইহা) অবেহি (জানিবে); [এতদ্দ্বয়ং] (এই দুইটীবস্তু) তব বা (তোমার) মম বা (অথবা আমারই) অধিগম্যং (বোধগম্য—জানিবার যোগ্য)। তৎ (তাই) বিরলং (সাম্যরহিত) মুরলীবিলাসিমুগ্ধং (মুরলীবিলাসিত্বহেতু মনোহর) মুখাম্বুজং (মুখকমল) ঈক্ষণাভ্যাং (দুই নয়নদ্বারা) উদীক্ষেতুং (দর্শন করিবার নিমিত্ত) কিং করোমি (আমি কি করিব) ?

অনুবাদ। নাথ! তোমার শৈশব (কৈশোর) ও আমার চাপল্য এই দুইটী ত্রিভুবনমধ্যে অদ্ভুত বলিয়া জানিবে। এই দুইটী তোমার, না হয় আমারই জানিবার যোগ্য—অন্য কাহারও নহে। এখন, তোমার সেই সমতারহিত বংশীবিলাসসম্পন্ন মনোহর মুখ-কমল, দুইটী নয়ন ভরিয়া দেখিবার নিমিত্ত কি উপায় করি, বল দেখি ?

ত্বচ্ছৈশবং—তোমার শৈশব (কৈশোর)। **মচ্চাপলং**—আমার চপলতা। **ত্রিভুবনাদ্ভুতং**—মাধুর্য্য ও মাদকত্বাদিতে ত্রিভুবনের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য বস্তু; এরূপ মাধুর্য্য ও এরূপ মাদকত্ব ত্রিভুবনে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। **মুরলীবিলাসিমুগ্ধং**—মুরলীর বিলাসপ্রযুক্ত মুগ্ধ বা মনোহর যে মুখকমল। মধুর মুরলী তোমার মুখচন্দ্রের শোভা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। **বিরলং**—সমতারহিত; অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যযুক্ত; ইহা মুখাম্বুজের বিশেষণ। অথবা বিরলং—বিরলে, নির্জ্জনে। আমরা কুলবধু; তোমার গোচারণাদির প্রকাশ্যস্থানে যাইয়া তোমাকে দর্শন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; এখন আমরা নির্জ্জনে আছি, আমাদের পক্ষে ইহাই অতি উত্তম সময়; এই সুযোগে কিরূপে **ঈক্ষণাভ্যাং**—নয়নদ্বয় ভরিয়া তোমার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তাহা তুমিই বলিয়া দাও।

নিম্নের ত্রিপদীতে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

৫৩। মাধুরী-বল—মাধুর্য্যের প্রভাব; কৈশোর-সুলভ মাধুর্য্যের প্রভাব (ইহা শ্লোকস্থ—"শৈশব"-শব্দের অর্থ)। **তুমি**—শ্রীকৃষ্ণ। তোমার মাধুর্য্য এবং আমার চপলতা উভয়ই জগতে অতি অদ্ভুত; এই দুইটী একমাত্র তুমি অথবা আমিই বুঝিতে পারি, অপর কেহ পারে না। কারণ, আমার নিজের চপলতা আমিই জানিতে পারি; আর তুমিও জান, যেহেতু, তুমিই আমার এই চপলতা উৎপাদন করিয়াছ। তোমার দর্শনের নিমিত্ত আমি চঞ্চল হইয়াছি; কোথায় গেলে, কি করিলে, তোমাকে পাইতে পারি—তাহা বঁধু তুমিই আমাকে বলিয়া দাও।

নানা-ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ-আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥ ৫৪

মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ, তনু-মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৫৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্তেন কিং তত্রাহ মুগ্ধং মনোহরং তদ্দর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ অক্ষণ্বতামিত্যাদেঃ। তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং ভবতু মাধব জল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণি র্মম। তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োঽস্ত কিলানয়োরিত্যাদেশ্চ। নন্বু নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং ক্ষণং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ বিরলং কুলবধূনাং ন স্তত্রাপি তস্য গোচারণাদিনা দুর্লভং দর্শনমতোঽধুনা লব্ধেঽবসরেঽপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিম্বা নন্বু তৎ সমং কিমপি পশ্য তত্রাহ বিরলং সাম্যরহিতং তত্র হেতুঃ মুরলীবিলাসি। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববৎ স্বৎসঙ্গোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ং তদ্দৃষ্টং মচ্চাপলঞ্চ অন্যৎ সমং স্পষ্টম্। সারঙ্গরঙ্গদা। ৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৪। **নানাভাবের প্রাবল্য**—নানাবিধ সঞ্চারী ভাবের প্রবলতা; অর্থাৎ নানাবিধ সঞ্চারীভাব প্রবল হইয়া উঠিল। **সন্ধি**—এক কারণ জনিত বা বহুকারণ জনিত দুই বা বহু ভাব একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাকে সন্ধি বলে। স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্‌ভাবয়োর্যুতিঃ। ভ. র. সি. ২।৪।১১০॥

শাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দ্দনকে (সম্যক্‌রূপে মর্দ্দনকে) শাবল্য বলে।

শবলত্বন্তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎপরস্পরম্। ভ. র. সি ২।৪।১১৫ ॥

বহুভাব একত্র প্রবলবেগে উদিত হইয়া যদি প্রত্যেকেই অপরগুলিকে পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে ভাবশাবল্য হয়। **মহারণ**—ভাবের সম্মর্দ্দন, ভাবশাবল্য প্রভৃতিরূপ মহাযুদ্ধ।

ঔৎসুক্য—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা বশতঃ কালবিলম্ব যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ। ভ. র. সি. ২।৪।৭৯॥

চাপল্য—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। রাগদ্বেষাদি-জনিত চিত্তের লাঘব।

দৈন্য—দুঃখ, ত্রাস এবং অপরাধাদিবশতঃ আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করাকে দৈন্য বলে। **রোষ**—উগ্রতা। অপরাধ ও কটূক্তি প্রভৃতিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বলে। বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎর্সন, তাড়নাদি ইহার কার্য্য। অপরাধদুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃকম্প ভৎর্সনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥ ভ. র সি. ২।৪।৭৯॥

অমর্ষ—তিরস্কার ও অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ; ঘর্ম্ম, শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ের অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি ইহার কার্য্য। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা। তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্। উপায়ান্বেষণাক্রোশ-বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৮০।” **উন্মাদ**—অতিশয় আনন্দ, আপদ ও বিরহাদি-জনিত চিত্তবিভ্রমকে উন্মাদ বলে। অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত-ক্রিয়াদি ইহার কার্য্য। উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্‌বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসোনটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্॥ প্রলাপধাবনক্রোশ বিপরীত-ক্রিয়াদয়ঃ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৩৯॥ **রোষামর্ষ**—রোষ ও অমর্ষ। **সৈন্য**—সৈন্যগণ যেমন পরস্পর যুদ্ধ করে, ঔৎসুক্যাদি নানাবিধ ভাবও মহাপ্রভুর চিত্তে উদিত হইয়া পরস্পরকে সম্মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

প্রেমোন্মাদ সবার কারণ—প্রেমোন্মাদই ঔৎসুক্যাদি ভাবসমূহের সন্ধি ও শাবল্যাদির হেতু। প্রেমোন্মাদ বশতঃই নানাভাব সমুদিত হইয়া প্রভুর চিত্তকে মথিত করিতেছিল।

৫৫। **মত্তগজ ভাবগণ**—ভাবসমূহ শক্তিতে মত্তহস্তীর তুল্য। আর **প্রভুর দেহ ইক্ষুবন**—প্রভুর দেহ ইক্ষুবনের তুল্য। **গজযুদ্ধে**—হস্তিসমূহের যুদ্ধে।

তথাহি তত্রৈব (৪০)—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথোথায় দিশোঽবলোক্য অয়ি সখ্যঃ নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে, স ন দৃশ্যতে। তদত্রকুঞ্জে কয়াপি রমমাণঃ শঠোঽয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাদন্যনারী-সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যাস্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমেব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপাদৌৎসুক্যোদয়স্ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি। স্বরূপয়ো র্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্য্যুতিরিতি। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতেতি। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিরিতি। তাবেব ভাবাবশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণম্। শবলত্বন্তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরমিতি। তত্রামর্ষানুগা অসূয়ৌগ্র্যাবহিথাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি অত উন্মাদানুগত্যাভ্যাং ভাবসন্ধি-ভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচোঽবদন্নাহ। অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মত্বামর্ষোদয়াৎ সহজ-নিজ-ধীরাধীরমধ্যত্বমাশ্রিত্য সবাষ্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি। হে দেব ইতি অন্যাভিঃ সহ দিব্যসীতি দেব ত্বমতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্। ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়মিতি। তদৈবাবধীরণাদ্গতমিব তং মত্বা দর্শনৌৎসুক্যেনাহ হে দয়িত ত্বন্তু মে প্রাণদয়িতোঽসি কথং ত্যক্ষ্যসে তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বা অমর্ষানুগাসূয়োদয়াৎ ধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ হে ভুবনৈকবন্ধো! তবাত্র কো দোষ স্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তৎসর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্। ধীরাতু ব্যক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়মিতি। পুনর্গতমিব মত্বৌৎসুক্যানুগতমত্যাখ্যভাবোদয়াদাহ হে কৃষ্ণ! হে শ্যামসুন্দর চিত্তাকর্ষক! চিত্তং ত্বয়া হৃতং কিং মে মানেন তৎসকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য—প্রিয়ে ময়া বহিরেব স্থিতং ন কুত্রাপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইক্ষুবনের মধ্যে উন্মত্ত হস্তিগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যেমন ইক্ষুবন বিদলিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রবল ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দ্দনে প্রভুর দেহও বিশেষরূপে বিদলিত হইতে লাগিল। মদমত্ত হস্তীর তুলনায় ইক্ষুবন যেরূপ দুর্ব্বল, ঔৎসুক্যাদি ভাব-সমূহের তুলনায় প্রভুর দেহও তদ্রূপ দুর্ব্বল।

দিব্যোন্মাদ—মহাভাব দুই রকম, রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই রকম, মোদন ও মাদন। মোদন হ্লাদিনী-শক্তির পরমাবৃত্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা শ্রীরাধার যূথ ভিন্ন অন্যত্র প্রকটিত হয় না। প্রবিশ্লেষ-দশায় এই মোদনকে মোহন বলে; এই মোহনে বিরহ-বিবশতাবশতঃ সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদ্দীপ্ত হয়। এই মোহন যখন কখনও এক অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তি-বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তখন ভ্রমসদৃশী বৈচিত্রী দশা লাভ করে, তখন ইহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এতস্যমোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥ উ. নী. স্থা.। ১৩৭॥ উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি ভেদে দিব্যোন্মাদ বহুবিধ। দিব্যোন্মাদে ভ্রমময়-চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্যাদি দৃষ্ট হয়। ২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভাবাবেশে—উপরি-উল্লিখিত ঔৎসুক্যাদি ভাবাবেশে নিম্নোদ্ধৃত "হে দেব" ইত্যাদি শ্লোকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিতেছেন। ঔৎসুক্যাদি যে যে ভাবে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহা ঐ শ্লোকের পরে লিখিত "তুমি দেব ক্রীড়া রত—" ইত্যাদি ত্রিপদীর ব্যাখ্যায় সূচিত হইবে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈক-সিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হা হা! মে (আমার) দৃশোঃ (নয়নদ্বয়ের) পদং (গোচর) নু কদা (কখন) ভবিতাসি (তুমি হইবে)?

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি,
কভু নিন্দা কভুত সম্মান॥ ৫৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গতং প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বৌগ্র্যোদয়াদধীরমধ্যাত্বগুণমাশ্রিত্য সরোষমাহ হে চপল! বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ পরস্ত্রীচৌর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্। অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ র্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষেতি। পুনর্গতমিব মত্বা হন্তাবধীরণাদ্ গতোঽয়ং পুন র্নৈষ্যতীতি দৈন্যোদয়াৎ সকাকুপ্রাহ হে করুণৈকসিন্ধো! যদ্যপ্যহমপরাধিনী তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাৎ দর্শনং দেহীতি। তৎপুনরাগত্য—প্রিয়ে কিমিতি মধুমানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেত্যনুবদন্তমিব মত্বামর্ষানুগাবহিত্থোদয়াৎ ধীরপ্রগল্ভাগুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্যমাহ হে নাথ! ত্বন্তু ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি, কা নাম হতধী স্বাং ন সংভাষতে কিন্তু ব্রাহ্মণীভি র্ব্রতার্থং মৌনং গ্রাহিতাস্মি তৎক্ষন্তব্যোঽয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ। তল্লক্ষণম্। উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থাচ সাদরেতি। পুনর্গতমিব মত্বা মুহুর্নিরস্তোঽসৌ নায়াস্যতি বেতি চাপলোদয়াৎ যদি কৃপয়া পুনদর্শনং দদাতি, তথা স্বয়মেব তৎকণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সদৈন্যমাহ হে রমণ। সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বমিদানীমপ্যাগত্য তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। পুনরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগন্তুকামর্ষভাবেন প্রবল-সহজৌৎসুক্যেনাক্রান্তমনস্তয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলব্ধ্বা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিঃ সবিক্লবমাহ হে নয়নাভিরাম! নয়নানন্দ! কদা নু মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হাহা ইত্যতিখেদে। স্বান্তর্দশায়াং শ্রীরাধা সঙ্গমার্থমাত্মানমনুনয়ন্তমিব তং মত্বা তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ, গতমিব মত্বা তয়া সঙ্গমনায়ৌৎসুক্যমপ্যৎ যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ং; আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধক-শরীরেঽপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ। বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যোৎসুক্যাদিভাবা জ্ঞেয়াঃ। সারঙ্গরঙ্গদা। ১০।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হা! হা! কবে তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে। ১০।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৫৬। "উন্মাদের লক্ষণ" হইতে "কভু বা সম্মান" পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি। **উন্মাদের লক্ষণ**—দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। তীব্র শ্রীকৃষ্ণবিরহের আবেশে প্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দিব্যোন্মাদে ভ্রমময়-বৈচিত্রীসমূহ প্রকটিত হয়—নিজেকে অপর, অপরকেও নিজ বলিয়া মনে হয়; যাহা সাক্ষাতে নাই, তাহাও সাক্ষাতে আছে বলিয়া মনে হয়; আবার যাহা আছে, তাহাও নাই বলিয়া মনে হয়। **করায় কৃষ্ণস্ফুরণ**—কৃষ্ণস্ফুরণ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত এইরূপ জ্ঞান) করায় (বা জন্মায়), দিব্যোন্মাদ। দিব্যোন্মাদজনিত ভ্রান্তিবশতঃ প্রভু মনে করিলেন,—(তিনি শ্রীরাধা, আর) শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত। **ভাবাবেশে**—নানাবিধ ভাবের আবেশে। **উঠে প্রণয়মান**—মান ও প্রণয়াদি ভাবের উদ্ভব হয়। **মান**—প্রেমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরের নাম স্নেহ, তৃতীয় স্তরের নাম মান এবং চতুর্থ স্তরের নাম প্রণয়; প্রেম ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে হইতে এই সকল স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। প্রেম পরম-উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে প্রেমবিষয়ের উপলব্ধি জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহ উদিত হইলে কদাচিৎ দর্শনাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ হয় না। এই স্নেহ (স্নেহাখ্য কৃষ্ণপ্রেম) আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন নূতন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেও কুটীলতা (নিজেকে প্রচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে বাম্যভাবাদি) ধারণ করে, তখন তাহাকে মান বলে। "স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নি. স্থা ৭১।"

প্রণয়—মান উৎকর্ষ লাভ করিয়া যদি এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে প্রিয়জনের সহিত নিজের ভেদ নাই বলিয়া মনে হয়—সম্ভ্রমশূন্যতাবশতঃ স্বীয় প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন,

তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির অভেদ মনে করা হয়—তাহা হইলে ঐ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত মানকে প্রণয় বলে। "মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ উঃ নীঃ ৭৮ ॥"

সোল্লুণ্ঠ—স + উল্লুণ্ঠ = উল্লুণ্ঠের (পরিহাসের) সহিত; ঠাট্টার সহিত; পরিহাসযুক্ত। **বচনরীতি**—কথার রকম। **সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি**—পরিহাসযুক্ত বাক্যভঙ্গী।

গর্ব্ব—সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদি-হেতু অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব বলে। সৌভাগ্যরূপ-তারুণ্য-গুণ-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনাচান্য-হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥ ভ. র. সি. ২।৪।২০ ॥ পরিহাসোক্তি, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজের অঙ্গ দর্শন, নিজের অভিপ্রায় গোপন, অন্যের বাক্য না শুনা, ইত্যাদি এই গর্ব্বের লক্ষণ।

ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি-অলঙ্কার বলে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "উক্ত শ্লোকে মহাপ্রভু কখনও বা গর্ব্ব, কখনও বা মান, কখনও বা প্রণয়, কখনও বা ব্যাজস্তুতি প্রকাশ করিতেছেন। কখনও স্তুতি করিতেছেন, আবার কখনওবা নিন্দা করিতেছেন; নানা ভাবের আবেশে এইরূপ করিতেছেন।"

৫৭। "তুমি দেব ক্রীড়ারত" হইতে "দেহ দরশন" পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর উক্তি। এই স্থলে "হে দেব" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত মহাপ্রভুর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

দেব—দিব্ ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিব্-ধাতুর অর্থ হইল "ক্রীড়া করা"। তাহা হইলে দেব-শব্দের অর্থ হইল "ক্রীড়ারত," যিনি সর্ব্বদা ক্রীড়াই করেন, তাঁহাকে দেব বলে। এই অর্থে উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাসচ্ছলে "দেব" বলিয়া সম্বোধন করাতে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য-নারীতে ক্রীড়াপরায়ণ, অন্য-রমণীতে আসক্ত ইহাই সূচিত হইতেছে।

মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া মনে করিতেছেন, তিনি যেন কুঞ্জের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আছেন; হঠাৎ চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া নূপুরের শব্দ শুনিতেছেন বলিয়া মনে হইল। তখন সখিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি সখি, কুঞ্জের মধ্যে নূপুরের শব্দ শুনা যায়, কিন্তু তাঁকে (কৃষ্ণকে) ত দেখিতেছি না? হাঁ বুঝিয়াছি, সেই শঠ-চূড়ামণি লম্পট অন্য কোনও রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।" ইহা ভাবিতেই আবার উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মনে করিতেছেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাক্ষাতেই দণ্ডায়মান; অন্য নারীর সহিত সম্ভোগের চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিরাজমান। ইহা দেখিয়াই অমর্ষ-ভাবের উদয় হইল; তখনই তিনি যেন সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বক্রোক্তি করিয়া বলিতেছেন, 'হে কৃষ্ণ তুমিত দেব; অন্য নারীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক, অন্য-স্ত্রীতেই তোমার আসক্তি। তবে আর এখানে আগমন কেন? এখানে ত তোমার কোনও প্রয়োজন নাই! তুমি অন্যত্র যাইয়া তোমার অভীষ্ট ক্রীড়া-রঙ্গ কর। 'ভুবনের নারী যত, তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।' যাও, জগতে অন্য যে সব রমণী আছে, তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া কর গিয়া। (এপর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "দেব"—শব্দের অর্থ।) [এস্থলে ধীরাধীরমধ্যা নায়িকার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। "ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্। উঃ নীঃ নায়িকা।২২।" যিনি সজল-নয়নে প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ধীরাধীরমধ্যা নায়িকা বলে।]

তুমি মোর দয়িত ইত্যাদি। **দয়িত**—প্রাণ-দয়িত, প্রাণপ্রিয়—প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। **মোতে বৈসে** ইত্যাদি—আমাতে তোমার চিত্ত বাস করে, আমাকে তুমি মনে কর; ইহা আমার সৌভাগ্য। **মোর ভাগ্যে** ইত্যাদি—আমার সেই সৌভাগ্য প্রকটন করার নিমিত্ত তুমি আগমন কর, আমার নিকটে আইস।

ভুবনের নারীগণ,　　সভা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্ত-হর,　　ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কোন করে মান ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যখন মনে করিলেন, বক্রোক্তিরূপ তিরস্কারাদি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বলিতেছেন—"তুমি আমার প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়, তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? দয়া করিয়া একবার আগমন কর, একবার আমাকে দর্শন দিয়া আমার ভাগ্য প্রসন্ন কর।" এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ ঔৎসুক্য-ভাবের উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে অন্য-রমণীকর্ত্তৃক সংভুক্ত মনে করায় অমর্ষ-ভাবের উদয় হইয়াছিল; সুতরাং এস্থলে অমর্ষ ও ঔৎসুক্য এই দুইটী ভাবের সন্ধি হইল। এপর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "দয়িত"-শব্দের অর্থ গেল।

৫৮। "ভুবনের নারীগণ" ইত্যাদি দ্বারা শ্লোকোক্ত "ভুবনৈকবন্ধো" শব্দের অর্থ করিতেছেন।

আবার যখন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্য রমণীর সঙ্গ-জনিত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, তখন আবার তাঁহার অসূয়ার উদয় হইল; তাই পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন—"তুমি অন্য-রমণীর সঙ্গ করিয়াছ? তা বেশ করিয়াছ! তাতে তোমার দোষ কি? অন্য রমণীর সঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ত তোমার কর্ত্তব্যই; তুমি কেবলই কি আমার সঙ্গ করিবে? তা উচিত নয়! তুমি ত একা আমার বন্ধু নও? তুমি হইলে ভুবনৈকবন্ধু; জগতে সমস্ত রমণীগণের তুমিই একমাত্র বন্ধু! একমাত্র বন্ধু হইয়া তুমি তাদের মনস্তুটি করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে! তা না করিলে যে তোমার অন্যায় হইবে! তুমি তাদের সঙ্গ করিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইয়াছ কেন? বেশ করিয়াছ। আবার যাও, তাদের সন্তুষ্টি বিধান কর গিয়া। এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তারা যে তোমার আশা-পথে চেয়ে আছে? যাও, যাও, শীঘ্র যাও! তাদের নিকট যাও।"

[এস্থলে অমর্ষের অনুগত অসূয়ার উদয় হওয়ায় ধীরমধ্যা নায়িকার স্বভাব ব্যক্ত হইতেছে।

"ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্ ॥ উঃ নীঃ নায়িকা।২০॥"

যে নায়িকা অপরাধী প্রিয়কে উপহাসসহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরমধ্যা কহে।

পরের সৌভাগ্য, গুণ প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি দেখিয়া যে দ্বেষ জন্মে, তাহার নাম অসূয়া। অসূয়ায় ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণে দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি, ভ্রূকুটীলতাদি প্রকটিত হয়। "দ্বেষঃ পরোদয়েঽসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্য-গুণাদিভিঃ। তত্রের্ষানাদরাক্ষেপা দোষারোপো গুণেষ্বপি ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৮১॥"]

সভা কর আকর্ষণ—বংশীধ্বনি করিয়া ভুবনের সমস্ত নারীগণকে আকর্ষণ কর। **তাঁহা কর সব সমাধান**—নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি কর; তাঁহাদের সকলের মনস্তুষ্টি বিধান কর। এই সকল কথাই পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তি বা সোল্লুণ্ঠ-বচন।

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর ইত্যাদি। শ্লোকোক্ত "হে কৃষ্ণ"-শব্দের মর্ম্ম। **কৃষ্ণ**—রূপ-গুণ-মাধুর্য্য-দ্বারা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া যিনি হরণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ। **চিত্তহর**—যে চিত্তকে হরণ করে। হে কৃষ্ণ, তুমি আমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, আমার চিত্ত আর আমাতে নাই। **তোমারে বা কোন্ করে মান**—তোমার উপরে কে মান করিতে পারে? কেহই মান করিতে পারে না। অর্থাৎ আমার আর মান করার প্রয়োজন নাই, তুমি একবার আসিয়া দেখা দাও।

আবার যখন মনে করিলেন, "এখানে কেন? জগতের অপর রমণীগণের নিকটে যাও।"—ইত্যাদি বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তাঁহার দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার রূপ-গুণ-মাধুর্য্যদ্বারা আমার চিত্তকে হরণ করিয়াছ, আমার চিত্ত আর আমার

তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমিত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বশে নাই। এমতাবস্থায় আমি আর মান করিব না, আমার আর মানের প্রয়োজন নাই; একবার আসিয়া আমাকে দর্শন দাও।"

[এস্থলে পূর্ব্বের ভৎসনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া দর্শনার্থ আবার ঔৎসুক্যবশতঃ বিচার-পূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, "কৃষ্ণ যখন আমার চিত্তই হরণ করিয়াছেন, তখন আর আমার মানের প্রয়োজন কি? যাতে তাঁর দর্শন পাইতে পারি, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।" এজন্য এস্থলে ঔৎসুক্যের অনুগত মতি-নামক ভাবের উদয় হইরাছে। মতির্বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণম্॥ বিচারপূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি বলে।]

৫৭। "তোমার চপল মতি" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "হে চপল" শব্দের মর্ম্ম। **তোমার চপল মতি**—তোমার মতি চঞ্চল; তোমার মনের কোনওরূপ স্থিরতা নাই। অথবা চপল—পরস্ত্রীচৌর। তোমার মতি পরস্ত্রীচৌরের মতির ন্যায়; কোনও এক রমণীতে তোমার মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। **না হয় একত্র স্থিতি**—তোমার মনের (অথবা তোমার) একত্র (একস্থানে) স্থিতি নাই; চপল বলিয়া তুমি একস্থানে (বা এক রমণীতে) স্থির হইয়া থাকিতে পার না।

আবার মনে করিলেন, তাঁহার আহ্বানে যেন শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে! আমিত অন্য কোথাও যাই নাই? আমি কুঞ্জের বাহিরেই ত দাঁড়াইয়াছিলাম; কেন বৃথা রাগ করিতেছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহা শুনিয়া আবার ঔগ্রভাবের উদয় হইল; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তোমার মন যে এক জায়গায় থাকে না, তাতে তোমার ত কোনও দোষই নাই; কারণ, তুমি যে চপল (পরস্ত্রী-চৌর)! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তোমার গতি ত হইবেই, চঞ্চলতাহেতু বিভিন্ন ফুলের মধুর স্বাদ তুমি ত গ্রহণ করিবেই। তোমার স্বভাবই যে ঐরূপ, তোমার দোষ কি? অতএব হে চঞ্চল! এখানে এক জায়গায় কেন দাঁড়াইয়া রহিলে? যাও, অন্যত্র যাও। অন্য এক রমণীর নিকটে গিয়া কতক্ষণ থাক, তারপর তাকে ত্যাগ করিয়া অপর আর এক রমণীর নিকটে যাইও। এইরূপে এক রমণীকে ত্যাগ করিয়া অপর এক রমণীকে উপভোগ কর গিয়া—যাও, শীঘ্র যাও, এখানে আর থাকিও না। এখানে অনেকক্ষণ থাকিলে যে তোমার "চপল" নামের কলঙ্ক হইবে!"

[এস্থলে ঔগ্র (উগ্রতা) ভাবের উদয় হওয়ায় অধীরমধ্যা-নায়িকার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

"অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ র্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা॥ উঃ নীঃ নায়িকা। ২১॥ যে নায়িকা ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় বল্লভকে নিষ্ঠুরবাক্য প্রযোগ করে, তাহাকে অধীরা বলে।" অপরাধ ও দুরুক্ত্যাদিজনিত ক্রোধকে ঔগ্র বা উগ্রতা বলে। উগ্রতায় বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎর্সন, তাড়ন প্রভৃতি হইয়া থাকে। "অপরাধ-দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃকম্প-ভৎর্সনোত্তাড়নাদিকৃৎ॥ ভ. র. সি.। ২।৪।৭৯॥"]

"তুমিত করুণাসিন্ধু" ইত্যাদি "হে করুণৈকসিন্ধো"-শব্দের মর্ম্ম।

আবার মনে করিলেন,—"হায় হায়, আমার কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ ত চলিয়া গেল? এবার গেলে আর ত বুঝি আসিবে না?" তাই অত্যন্ত দৈন্যভাবে আবার বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ, তুমিত করুণার সিন্ধু, তোমার অন্তঃকরণ ত নিতান্ত কোমল, করুণাধারায় গলিয়া অতি কোমল হইয়া গিয়াছে। যদিও আমি তোমার চরণে অপরাধিনী, তথাপি তুমি আমার প্রতি করুণা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও। তোমার প্রতি আমার কোনও রোষই নাই, দয়া করিয়া দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও।"

এস্থলে ঔগ্র ও দৈন্যভাবদ্বয়ের শাবল্য হইয়াছে।

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ,　ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু-কার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ,　সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬০। "তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "হে-নাথ" শব্দের মর্ম্ম। শ্রীরাধা মনে করিলেন, তাঁহার দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আর তিনি নিজে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ; শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন,—'প্রিয়ে, কথা বলনা কেন ? বৃথা মান করিয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ ? প্রসন্ন হও' ইহা শুনিয়া অমর্ষের অনুগত অবহিত্থা-ভাবের উদয় হওয়ায়, শ্রীরাধিকা যেন ঔদাসীন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে নাথ! এমন কথা বলিওনা। তুমি হইলে ব্রজের নাথ, ব্রজবাসীদিগের প্রাণ,—ব্রজবাসীদিগের রক্ষার জন্য তোমাকে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়,—সুতরাং আমার এখানে আসার সময়ইতো তোমার নাই! আমার নিকটে না আসার জন্য আমি মান করিব কেন? আমি মান করি নাই। কথা বলি নাই বলিয়া মান করিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছ ? তা নয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক, তোমার সঙ্গে কথা বলিব না ? একি একটা কথার কথা ? তবে কি জান ? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাই তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর।"

[এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই বলিয়া শ্রীরাধা অন্তরে মান করিয়াছেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইতেছেন ; আবার স্বীয় ভাব গোপন করিয়া নিজে কথা না বলার জন্য যেন সাদরবচনে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা চাহিতেছেন ও তাঁহাকে নিরাশ করিতেছেন। এজন্য এস্থলে অবহিত্থার উদয় হওয়ায় ধীরপ্রগল্ভা নায়িকার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে। "উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থাচ সাদরা॥ ধীরপ্রগল্ভা দুই রকম ; এক মানিনীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা ; আর, অবহিত্থা অর্থাৎ আকার সংগোপন করিয়া স্বীয় বল্লভকে সাদরবচনে নিরাশ-কারিণী। উঃ নীঃ নায়িকা। ৩১।"

আকার-সংগোপন বা কোনও কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের লক্ষণ সকলকে গোপন করার চেষ্টাকে **অবহিত্থা** বলে। ইহাতে ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগ্ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায়। "অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ। অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভ্যূহস্থানস্য পরিগূহনম্। অন্যত্রেক্ষা বৃথাচেষ্টা বাগ্ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৫৯॥"]

ব্রজের কর পরিত্রাণ—ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা কর। **বহু-কার্য্যে নাহি অবকাশ**—ব্রজবাসীদিগের রক্ষাসম্বন্ধীয় বহু কার্য্যে ব্যস্ত থাকাবশতঃ আমার নিকটে আসার জন্য তোমার অবকাশ (অবসর) নাই।

"তুমি আমার রমণ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "হে রমণ"-শব্দের মর্ম্ম। **বিদগ্ধ**—কলা-বিলাসাদিতে নিপুণ।

শ্রীরাধিকা আবার মনে করিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন।" ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিলেন—"বুঝিবা শ্রীকৃষ্ণ আর আসিবেন না।" ইহা ভাবামাত্রই চাপলভাবের উদয় হওয়ায় মনে ভাবিতেছেন—"যদি তিনি কৃপা করিয়া আবার দর্শন দেন, তবে আমি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ করিব, আর ছাড়িয়া দিব না।" ইহা ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ দৈন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে আমার রমণ, তুমি ত সর্ব্বদাই আমাতে রমণ করিয়া থাক ; আমার চিত্তবিনোদন করিয়া থাক ; এখনও একবার আসিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর!"

[এস্থলে চপলভাবের উদয় হইয়াছে এবং দৈন্য ও চাপল্যের সন্ধি হইয়াছে। "তুমি দেব ক্রীড়ারত" হইতে আরম্ভ করিয়া "এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস" পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদ্যেরই পূর্ব্বার্দ্ধে মান এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহান্তরিতার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত-বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি কলহান্তরিতা-নায়িকার লক্ষণ।

মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি,
শুন মোর এ স্তুতি-বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হা হা পুন দেহ দরশন॥ ৬১

স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা। অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ॥ উঃ নীঃ নায়িকা ৪৮॥" চাপল-ভাবের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।]

৬১। "মোর নিন্দা" ইত্যাদি। তাঁহার আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন মনে করিয়া—"আমি তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিয়াছি, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন"—এইরূপ ভাবিয়া, আবার তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রবল ঔৎসুক্যের সহিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে না পাওয়াতে হঠাৎ শ্রীরাধিকার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল; তখন অত্যন্ত খেদের সহিত বলিলেন—"হে নয়নাভিরাম, হায়, হায়, আবার কখন আমি তোমার দর্শন পাইব।"

নয়নের অভিরাম—নয়নের আনন্দদায়ক; যাঁহাকে দর্শন করিলে আনন্দ জন্মে। এস্থলে ঔৎসুক্যের প্রবলতাবশতঃ ভাব-শাবল্য হইয়াছে। ইহা শ্লোকস্থ "হে নয়নাভিরাম"-শব্দের মর্ম্ম।

৬২। স্তম্ভ, কম্প, ইত্যাদি। এই সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ। **সত্ত্ব**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাব-সমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে তাহাকে সত্ত্ব বলা হয়। এই সত্ত্ব হইতে স্বতঃই উৎপন্ন ভাবের নাম সাত্ত্বিকভাব। চিত্ত ভগবদ্ভাবে আক্রান্ত হইলে যখন অধীর হইয়া প্রাণ-বায়ুতে আত্মসমর্পণ করে, তখন প্রাণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহকে অতিশয় ক্ষোভিত করে; তখনই সাত্ত্বিকভাব সকল দেখা দেয়। সাত্ত্বিকভাব আট রকম:—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বাক্যাদিশূন্যতা, নিশ্চলতা, শূন্যতাদি জন্মে; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায়।

স্বেদ—হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিবশতঃ শরীরের ক্লেদ বা আর্দ্রতা (ঘর্ম্ম)কে স্বেদ বলে।

রোমাঞ্চ—আশ্চর্য্য বস্তুর দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি বশতঃ রোমাঞ্চ হয়; ইহাতে রোমসকলের উদ্গম ও গাত্রসমূহের পরস্পর সংলগ্নতাদি হইয়া থাকে।

স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে; গদ্গদ্ বাক্য হয়।

কম্প—ক্রোধ. বিত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহাকে কম্প বলে।

বৈবর্ণ—বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি বশতঃ বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণ্য। ইহাতে মলিনতা ও কৃশতা হইয়া থাকে।

অশ্রু—হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদির দ্বারা বিনা যত্নে যে চক্ষু হইতে জল বাহির হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল, ক্রোধাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ। কিন্তু সকল অবস্থায়ই চক্ষুর ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জ্জনাদি হইয়া থাকে। নাসিকাস্রাব ইহার অঙ্গবিশেষ।

প্রলয়—সুখ ও দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় বা মূর্চ্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি হইয়া থাকে।

প্রস্বেদ—স্বেদ, ঘর্ম্ম। **পুলক**—রোমাঞ্চ।

ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত—প্রলয়ের চিহ্ন।

ভাবের প্রভাবে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইল।

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পঢ়ি করয়ে নিশ্চয়॥ ৬৩

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮)—
মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ বৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণস্তাসামাবিরভূদিতিবৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূত স্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। স চ তং বিলোক্য স্বয়ং জাততত্তদ্‌ভ্রমোঽপি তস্যা শ্রীরাধায়াঃ অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্যং নাস্ত্যেবেতি সখীভিঃ সহ রুদত্যা অকস্মাত্তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবাৎ কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ মার ইতি। য স্তাবদদৃশ্য এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিং নু বিতর্কে। পুনর্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ স তাবদীদৃঙ্‌মধুরো ন ভবতি, তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মণ্ডলং নু কিম্। পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ—ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যমেব তদ্ধর্ম্ম এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিম্। পুনর্ম্মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা সসন্তোষমাহ মনোনয়নয়ো রমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিম্। পুনরবয়বমনুভূয় সসম্ভ্রমাহ—বেণীমৃজো বেণীং মার্ষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রোষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিম্। পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ নু ভোঃ সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং কৃষ্ণঃ। বাল ইতি পাঠে বালঃ নবকিশোরঃ। মম লোচনায় তদানন্দয়িতুমভ্যুদয়তে যূয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। স্বান্তর্দশায়ান্ত তদনুগত্যৈব ব্যাখ্যেয়ং বাহ্যেঽপি স এবার্থঃ ; নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ। সারঙ্গরঙ্গদা।১১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

হাসে, কান্দে ইত্যাদি—এইগুলি উদ্‌ভাস্বর-নামক অনুভাব। চিত্তস্থ ভাবের বহির্ব্বিকারকে, অর্থাৎ বাহিরের যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা চিত্তস্থিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে। এসমস্ত বহির্ব্বিকারের মধ্যে যেগুলি স্বাভাবিক—যেগুলি ভক্তের নিজের চেষ্টা ব্যতীত আপনা-আপনিই প্রকাশ পায় এবং চেষ্টা করিয়াও যেগুলিকে গোপন করা যায় না—সেই বহির্ব্বিকারগুলিকে বলে সাত্ত্বিকভাব। যেমন অশ্রু-কম্প-পুলকাদি। আবার কতকগুলি বিকার আছে, ভক্ত ইচ্ছা করিলে যে গুলিকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন ; এইজাতীয় বিকারগুলিকে বলে উদ্‌ভাস্বর অনুভাব ; নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কাদি উদ্‌ভাস্বর অনুভাব। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২।৩।২ শ্লোকের টীকা, ২।২।১-২ শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২৩।৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

অন্তরস্থিত ভাবের প্রভাবে প্রভুর দেহে উদ্ভাস্বর-অনুভবগুলিও প্রকাশ পাইয়াছিল।

৬৩। মূর্চ্ছায় ইত্যাদি—প্রভু যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন—পাইলেন। **মহাশয়**—মহামনা ; মহাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া দর্শন দিয়াছেন বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রভু কৃষ্ণকে "মহাশয়" বলিলেন। **মাধুরী-গুণে**—মাধুর্য্যের গুণে। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সময়ে তাঁহার মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বৈচিত্রীসমূহ দর্শন করিয়া প্রভুর মনে নানাবিধ ভ্রমের উদয় হইল ; মাধুর্য্যের এক-একটা বৈচিত্রী প্রকটিত হয়, আর প্রভুর মনে এক এক রকম ভ্রমের উদয় হয় ; ক্রমে সমস্ত ভ্রমের নিরসন করিয়া প্রভু নিজেই কিরূপে নিশ্চিত তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, "মারঃ স্বয়ং" ইত্যাদি শ্লোকেই তাহা ব্যক্ত আছে। বিভিন্ন বৈচিত্রী দেখিয়া দেখিয়া প্রভুও সেই শ্লোকটীরই আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। স্বয়ং মারঃ (কন্দর্প) নু (কি)? মধুরদ্যুতিমণ্ডলং (মধুর-কান্তিমণ্ডল) নু (কি)? মাধুর্য্যং (মাধুর্য্য) এব (ই) নু (কি)? মনোনয়নামৃতং (মনের ও নয়নের অমৃত) নু (কি)? বেণীমৃজঃ (প্রবাস হইতে সমাগত বেণীর উন্মোচনকারী কান্ত) নু (কি)? মম (আমার) জীবিতবল্লভঃ (জীবনবল্লভ) অয়ং (এই) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) মম (আমার) লোচনায় (নয়নকে আনন্দ দিবার নিমিত্ত) অভ্যুদয়তে (উদিত হইয়াছেন)।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ ৬৪

গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অনুবাদ। দূর হইতে ভাবাবেশে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—"হে সখি! ইনি কি স্বয়ং মার? (কন্দর্প? জগৎকে মারিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন কি?) (আবার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া বলিতেছেন,—না কন্দর্পের মূর্ত্তি ত এত মধুর নয়? তবে) ইনি কি মধুর-জ্যোতীরাশি? (না, জ্যোতীরাশির এত চমৎকারিতা থাকে না, তবে) ইনি কি মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য? (না, কেবল মাধুর্য্যের দ্বারা মন ও নয়নের এত তৃপ্তি হয় না, তবে) কি মন ও নয়নের আনন্দ বিধান করিবার জন্য সাক্ষাৎ অমৃত আসিয়াছেন? (না, ঐ যে হস্ত-পদ দেখা যায়, অমৃতের ত হস্ত-পদ থাকে না। তবে) ইনি কি বেণীমৃজ? প্রবাস হইতে সমাগত কান্ত, যিনি আমার বেণী উন্মোচিত করেন? (আবার সমক্ রূপে দৃষ্টি করিয়া আনন্দের সহিত বলিতেছেন), কি আশ্চর্য্য! এ-যে আমার জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নের আনন্দ বিধানার্থ সমাগত হইয়াছেন (সখী সকল, তোমরা দর্শন কর)। ১১

এই শ্লোকের মর্ম্ম পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বিবৃত হইয়াছে।

৬৪। "কিবা এই সাক্ষাৎ কাম" হইতে "সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ" পর্য্যন্ত পদ্যে উক্ত "মারঃ স্বয়ং নু" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম—শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বলা হইয়া শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত রোদন করিতেছিলেন; এমন সময় দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভ্রমবশতঃ এবং ক্রন্দনাদিজনিত বাষ্পাকুলনেত্রতাবশতঃ ঠিক চিনিতে না পারায় মনে করিলেন—"বুঝি কামদেব আসিতেছেন।" তাই অত্যন্ত ভয়ের সহিত বলিলেন, "সখি! এই কি কামদেব আইলেন? (ভয়ের কারণ এই যে, একেত শ্রীকৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত, তার উপর যদি কামদেব পঞ্চশরে আঘাত করেন, তাহা হইলে আর বাঁচিবার আশা নাই)।"

দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্—আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"না এ কামদেব নয়; কামদেবের মূর্ত্তি এত মধুর ত নয়? এ বোধ হয় মধুর-জ্যোতীরাশি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। **দ্যুতি**—জ্যোতি, তেজঃ।

কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত—আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"না না, এ দ্যুতিরাশি নয়; দ্যুতিরাশি এত চমৎকার হয় না। এ বোধ হয় স্বয়ং মাধুর্য্যই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

কিবা মনোনেত্রোৎসব—মন ও নয়নের উৎসব—প্রচুর আনন্দদাতা। আরও ভালরূপে দেখিয়া বলিলেন—"না, ইঁহার দর্শনেত মনে ও নয়নে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি জন্মিতেছে; কেবল মাধুর্য্যের দ্বারাত এত বেশী তৃপ্তি জন্মিতে পারে না। এ নিশ্চয়ই আমার মন ও নয়নের আনন্দ বিধান করিবার জন্য সাক্ষাৎ অমৃত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

কিবা প্রাণবল্লভ ইত্যাদি—আরও ভালরূপে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে হস্ত-পদ দেখা যায়। তখন ভাবিলেন, অমৃতের ত হস্ত-পদ নাই, ইনি অমৃত নহেন। তবে ইনি কে? সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণবল্লভ, তাঁহার নয়নের আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।

"হে দেব"—ইত্যাদি শ্লোক-আবৃত্তির পরে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়া হুঙ্কার করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত "মারঃ স্বয়ং নু"—ইত্যাদি শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

৬৫। অন্ত্যলীলার মধ্যে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তদতিরিক্ত আরও অনেক লীলা আছে; তাহা প্রকাশ

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৬৬

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ-সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য-রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি-ভাবে প্রভু বশ ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবসমূহের ন্যায় আরও অনেক ভাবের বশীভূত হইয়াই প্রভু আরও অনেক লীলা করিয়াছিলেন।

গুরু নানা ভাবগণ ইত্যাদি—নানাবিধ ভাব গুরুস্বরূপ; আর প্রভুর শরীর ও মন তাহাদের শিষ্যস্বরূপ। গুরু যাহা করান, শিষ্য যেমন তাহাই করে, ভাবগণ যাহা করায়, প্রভুর শরীর এবং মনও তাহাই করে। অর্থাৎ ভাবের বশীভূত হইয়াই মহাপ্রভু প্রলাপাদি করিয়া থাকেন। যখন ভাবের উদয় হয়, তখন প্রভুর আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তিনি সর্ব্বোতোভাবে ভাবের অধীন হইয়া ভাবের অনুরূপ ক্রিয়াদি করিয়া থাকেন। **তনু**—দেহ, শরীর। **নানা রীতে**—নানা-ভাবের বশে, নানারূপে।

যে সমস্ত ভাবের বশে প্রভুর দেহ-মন বিচলিত হইয়াছিল, তাহাদের কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছেন—"নির্ব্বেদ বিষাদ"—ইত্যাদিদ্বারা।

নির্ব্বেদ—মহাদুঃখ, বিরহ, ঈর্ষ্যা ও সদ্বিবেকাদিজনিত নিজের অবমাননা-জ্ঞানকে নির্ব্বেদ বলে।

মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্য্যাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে ॥ ভ. র. সি ২।৪।৪ ॥

বিষাদ—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ-কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি ও অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাম বিষাদ। ভ. র. সি. ২।৪।৮ ॥

হর্ষ—অভীষ্টবস্তুর দর্শন ও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রফুল্লতাকে হর্ষ বলে। রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা, মোহ প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। ভ. র. সি. ২।৪।৭৮ ॥

ধৈর্য্য—ধৃতি। জ্ঞান, দুঃখের অভাব, উত্তমবস্তুপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (চাঞ্চল্যাভাব), তাহার নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্তবস্তু বা বিনষ্টবস্তুর জন্য দুঃখ হয় না।

ধৃতিঃস্যাৎপূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ। অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৭৫ ॥

মন্যু—প্রণয়রোষ। দৈন্য ও চাপল্যের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। **এই নৃত্যে**—এই সকল ভাবের অধীন হইয়া ভাবোচিত বিকারাদি প্রকাশ করিতে করিতে।

৬৬। **চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি**—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচিত গীত। **রায়ের নাটকগীতি**—রায় রামানন্দের রচিত জগন্নাথবল্লভ-নাটক। **কর্ণামৃত**—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক গ্রন্থ; ইহা শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত। **শ্রীগীতগোবিন্দ**—শ্রীজয়দেব-রচিত গ্রন্থ।

নানাবিধ ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে, রায়রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভনাটক হইতে, শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে এবং শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে—স্বীয় ভাবের অনুকূল পদ ও শ্লোকাদি কখনও বা নিজে কীর্ত্তন করিতেন, আবার কখনও বা স্বরূপ-দামোদর বা রায়রামানন্দ কীর্ত্তন করিতেন, আর প্রভু শুনিয়া যাইতেন। **গায় শুনে**—প্রভু গাহিতেন এবং কখনও বা শুনিতেন।

৬৭। **পুরীর**—শ্রীপরমানন্দপুরীর। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু-শ্রীঈশ্বরপুরীর সতীর্থ (গুরুভাই); এই সম্বন্ধবশতঃ মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার বাৎসল্য-ভাব। **মুখ্য**—প্রধান। পুরীগোস্বামীর অন্যান্য ভাব থাকিলেও বাৎসল্যভাবই তাঁহাতে প্রধানরূপে বিরাজমান। **শুদ্ধ সখ্য**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিশূন্য বিশুদ্ধ-সখ্য। **মুখ্য**

লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্যরসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥ ৬৮
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ না হইল।

শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ ৬৯
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রসানন্দ—মধুরভাব। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে পরমানন্দপুরী-গোস্বামীর বাৎসল্যভাব, রামানন্দ-রায়ের সখ্যভাব, গোবিন্দ প্রভৃতির দাস্যভাব এবং গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতির মধুরভাব। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ভাবময়ী, সুতরাং এই সকল তাঁহাদের মনোগতভাব, বাহিরে প্রায় সকলেরই দাস্যভাব।

এই চারিভাবে প্রভু বশ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের মমতা (নিতান্ত নিজজন বলিয়া একটা ভাব) জন্মে; এই ভাবগুলি মমতাময় বলিয়া প্রভু এই কয় ভাবেরই বশীভূত হয়েন।

৬৮। নির্ব্বেদাদি-ভাব সকল শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে প্রকটিত হওয়া যে অসম্ভব নয়, তাহার যুক্তি দেখাইতেছেন।

লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুরকে লীলাশুক বলে। **মর্ত্ত্যজন**—মর্ত্ত্যের লোক, মানুষ। **তার**—বিল্বমঙ্গলের। **তার হয় ভাবোদ্গম**—বিল্বমঙ্গলে যে নানাবিধ ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ করিলেই বুঝা যায়। **ভাবোদ্গম**—ভাবের উদয়।

ঈশ্বরে—মহাপ্রভুতে। **কি ইহা বিস্ময়**—ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? **তাতে মুখ্য রসাশ্রয়**—তাহাতে আবার তিনি (মহাপ্রভু) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাতে সমস্তভাবই বর্ত্তমান; শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া মহাভাবের আশ্রয় হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাতেও সমস্ত ভাবের উদ্গমই সম্ভব।

শ্রীবিল্বমঙ্গল মর্ত্ত্যলোকবাসী মানুষ; তাঁহার মধ্যেই যখন নির্ব্বেদাদি বিবিধ ভাবের উদয় হইতে পারে, তখন অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুতে যে এ সকল ভাবের উদ্গম হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বিশেষতঃ তিনি (মহাপ্রভু) যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকার মধুরভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহাতে যে সকল ভাবেরই বিকাশ হইবে, ইহাত নিতান্তই সম্ভব।

৬৯। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কেন এবং কিরূপে মুখ্যরসাশ্রয় হইলেন, তাহা বলিতেছেন।

পূর্ব্বে—পূর্ব্বলীলায়; দ্বাপরে। **ব্রজবিলাসে**—ব্রজলীলায়।

যেই তিন অভিলাষে—শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা, নিজের মাধুর্য্য এবং নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা কিরূপ আনন্দ পান, আশ্রয়রূপে এই তিনটী বস্তু আস্বাদন করিবার জন্য তিনটী অভিলাষ। **যত্নেহ আস্বাদ না হইল**—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় মাত্র; তাঁহাতে আশ্রয়-জাতীয় ভাব না থাকায় শত চেষ্টা করিয়াও ব্রজলীলায় ঐ তিনটী অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

ভাবসার—ভাবের সার; শ্রেষ্ঠভাব; মাদনাখ্যমহাভাব। বর্ত্তমান কলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবসার অঙ্গীকার-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটী বস্তুর আস্বাদন করিলেন।

৭০। প্রভু সেই তিন বস্তু নিজে আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদনের উপায় শিক্ষা দিলেন। **প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী**—প্রভু প্রেমচিন্তামণিধনে ধনী। **প্রেমচিন্তামণি**—প্রেমরূপ চিন্তামণি। চিন্তামণির নিকট যেমন যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, প্রেমের নিকটও যে যাহা চায়, তাহাই পায়।

এই গুপ্তভাব-সিন্ধু,　ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার,　ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে ॥ ৭১
কহিবার কথা নহে,　কহিলে কেহো না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সে-ই সে বুঝিতে পারে,　চৈতন্যের কৃপা যারে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥ ৭২
চৈতন্য-লীলা-রত্নসার,　স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল,　তাহা ইহা বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাহি জানে ইত্যাদি—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রভু যাহাকে-তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১। **গুপ্তভাবসিন্ধু**—ভাবরূপসিন্ধু (সমুদ্র), যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগেই গুপ্ত ছিল। কেবল কলিযুগে পরমদয়াল মহাপ্রভু কৃপা করিয়' জীবের মঙ্গলের জন্য ব্যক্ত করিয়াছেন। **ভাব**—ব্রজভাব, ব্রজপ্রেম। **ব্রহ্মা না পায়**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যে জাতীয় প্রীতি, ব্রহ্মার পক্ষে তাহা একান্ত দুর্লভ ছিল। তাই ব্রহ্মমোহন-লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিয়া ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"অনাদিকাল হইতে অন্বেষণ করিয়াও শ্রুতি যাঁহার পদরেণুর সন্ধান পান নাই, সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যে গোকুলবাসিগণ প্রেমপ্রভাবে নিতান্ত আপন-জন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও একজনের চরণরেণু লাভ করিতে পারিলেই আমি ধন্য হইতে পারি; তাই আমি প্রার্থনা করিতেছি যে বৃন্দাবনস্থ তৃণাদির মধ্যে, অথবা গোকুলে বৎসাদির মধ্যে জন্মলাভের সৌভাগ্য আমার যেন হয়; তাহা হইলে হয়তো ব্রজবাসীদের চরণরেণু লাভের ভূরিভাগ্য আমার হইতে পারে। তদ্‌ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপটব্যাং যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্। যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ শ্রীভা ১০।১৪।৩৪॥"

৭২। শ্রীচৈতন্যলীলা কথায় ব্যক্ত করার বিষয় নহে; এই লীলা এমনি অদ্ভুত যে তাঁহার কৃপা না হইলে অন্যের নিকটে শুনিলেও কেহ বুঝিতে পারে না।

হয় তার দাসানুদাস-সঙ্গ—শ্রীচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত যখন তাঁহার লীলা বুঝিবার শক্তিই হয় না, তখন তাঁহার দাসানুদাসের সঙ্গই প্রার্থনীয়; কারণ, তাঁহার দাসের কৃপা হইলেই তাঁহার কৃপা হইতে পারে।

৭৩। **রত্নসার**—শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যের শেষলীলাগুলি বহুমূল্য রত্নস্বরূপ; তাহা স্বরূপ-দামোদরের ভাণ্ডারে জমা ছিল। স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী তাঁহার ভাণ্ডার হইতে কতকগুলি লীলারত্ন লইয়া তদ্দ্বারা মালা গাঁথিয়া রঘুনাথ-দাস-গোস্বামীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা সমস্ত স্বরূপ-দামোদরগোস্বামী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তিনি কৃপা করিয়া রঘুনাথ-দাস-গোস্বামীকে ঐ সমস্ত লীলা জানাইয়াছিলেন। আমি (গ্রন্থকার) সেই সকল লীলার মধ্যে যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিলাম। (ইহা দ্বারা গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন যে, তিনি যে অন্ত্যলীলা বর্ণন করিতেছেন, তাহা কল্পিত নহে, ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা রঘুনাথদাস-গোস্বামীরও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। স্বরূপ-দামোদর তাঁহার কড়চায় প্রভুর শেষলীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান-কালে স্বরূপদামোদর এই কড়চা যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য রঘুনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে আসার সময়ে রঘুনাথ যে সেই কড়চা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত যেন এই ত্রিপদীতে পাওয়া যায়।

যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥ ৭৪

নাহি কাঁহাসো বিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগদ্বেষ, তাহাঁ হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৪। **গ্রন্থ**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। **শ্লোকময়**—যাহাতে অধিক-সংখ্যক সংস্কৃতশ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। **ইতর জন**—যাহারা সংস্কৃত জানে না।

এই গ্রন্থে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; এজন্য যদি কেহ বলে,—গ্রন্থে এত সংস্কৃতশ্লোক দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা সংস্কৃত জানেনা, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন —**প্রভুর যেই আচরণ** ইত্যাদি—প্রভু যেরূপ যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, আমি ঠিক সেইরূপই বর্ণনা করিলাম। তাহাতে যেখানে শ্লোক দেওয়ার দরকার সেখানে তাহাই দিয়াছি; প্রভু নিজে যে সকল শ্লোক বলিয়াছেন, তাহাত দিতেই হইয়াছে। ইহাতে যদি সকলে বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলেই বা আমি কি করিব? আমিত সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারি না? সকল পাঠকের মনস্তুষ্টির জন্য সংস্কৃত-শ্লোকাদি কম দিতে হইলে, মহাপ্রভুর লীলা সুচারুরূপে বর্ণিত হয় না। **সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে**—সকলের মন সন্তুষ্ট করিতে পারি না।

৭৫। **কাঁহাসো**—কাহারও সহিত। **বিরোধ**—শত্রুতা। **কাঁহা অনুরোধ**—কাহারও অনুরোধ। **সহজবস্তু**—প্রকৃত তত্ত্ব; কোনও স্থানে অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বাড়াইয়াও লেখা হয় নাই, কোনও স্থানে বিকৃত করার ইচ্ছায় কিছু বাদ দেওয়াও হয় নাই। ঠিক যাহা আছে, বা যাহা হইয়াছে, তাহাই লিখিত হইল।

যাহারা সংস্কৃত জানে না, তাহারা বুঝিতে না পারুক—এই উদ্দেশ্যেই যে এই গ্রন্থে বেশী বেশী সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; কারণ, তাহাদের সহিত আমার কোনও বিরোধও নাই, আর বেশী বেশী শ্লোক দেওয়ার জন্য আমাকে কেহ অনুরোধও করেন নাই। তবে আমি কেবল সহজ-বস্তুই বর্ণনা করিয়াছি; অর্থাৎ যাহা যেমন যেমন হইয়াছে, তাহা ঠিক তেমন তেমন ভাবেই বিবৃত করিয়াছি, কোনওরূপে অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করি নাই।

রাগদ্বেষ—রাগ এবং দ্বেষ। **রাগ**—অনুরাগ অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা, অপরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা। **দ্বেষ**—অপরের প্রতি হিংসা বা ঈর্ষ্যা; বিদ্বেষ। কোন কোন গ্রন্থে "রাগোদ্দেশ" পাঠ আছে; সেই স্থলে, রাগোদ্দেশ—"রাগরূপ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অন্যকে সন্তুষ্ট করাই যদি উদ্দেশ্য হয়," এইরূপ অর্থ হইবে।

তাহাঁ হয় আবেশ—ঐ রাগে বা দ্বেষেতে চিত্তের আবেশ হয়, অর্থাৎ অপরের চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা বা অপরের প্রতি বিদ্বেষের ভাবেই মন পূর্ণ থাকে; সুতরাং মনের স্বাভাবিক নিরপেক্ষ ভাব থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, **'সহজ বস্তু না যায় লিখন'**—অর্থাৎ যথাযথ তত্ত্ব ঠিকমত লিখিতে পারা যায় না—তখন সত্যের অপলাপ হয়।

যাহারা সংস্কৃত জানে না, তাহারা যেন বুঝিতে পারে, এরূপ ভাবে গ্রন্থ লিখিতে গেলে যে প্রভুর লীলা সুচারুরূপে লিখিত হইত না, ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন, "যদি হয় রাগদ্বেষ" ইত্যাদি, অর্থাৎ যদি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অথবা কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য কিছু লিখিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে মনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না; মন যদি বিদ্বেষে পূর্ণ থাকে, তবে যার প্রতি বিদ্বেষ থাকে, সে যাহাতে বুঝিতে না পারে, অথবা তার যাহাতে গ্লানি হয়, এরূপ কথাই লিখিত হয়, প্রকৃত তত্ত্ব লেখা যায় না। অথবা, যদি কাহারও মনস্তুষ্টির ইচ্ছাই প্রবল থাকে, তাহা হইলেও লেখকের মনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না। যথাযথ ঘটনার একটু এদিক্ ওদিক করিয়া লিখিলে যদি সে সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়, তবে তখন ঐ ঘটনা একটু এদিক ওদিক করিয়াই লিখিত হয়। এমতাবস্থায়ও যথাযথ তত্ত্ব লিখিতে পারা যায় না অর্থাৎ "সহজ বস্তু না যায় লিখন।"

যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই হৈবে বড় হিত ॥৭৬
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন ?
ইহাঁ শ্লোক দুই-চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ? ॥ ৭৭
শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৭৮
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তভু লিখি, এ বড় বিস্ময় ॥ ৭৯
এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৬। **যে বা নাহি বুঝে কেহ** ইত্যাদি—সংস্কৃত জানে না, কিম্বা ভাল লেখাপড়া জানে না, এই গ্রন্থ যে তাহারা একেবারেই বুঝিতে পারিবে না, এমন নহে। শ্রীচৈতন্যচরিত্রের এমনই এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, যদিও কেহ প্রথমে না বুঝুক, সেও এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, রসের রীতি জানিতে পারিবে এবং ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণেও তাঁহার প্রীতি জন্মিবে। বুঝিবার শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, এই গ্রন্থ শুনিলে তাহাতেই তাহার উপকার হইবে। ইহা এই গ্রন্থের বস্তুগত-শক্তি। বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেনা।

৭৭। এই গ্রন্থে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক আছে বলিয়াই যে কেহ বুঝিতে পারিবে না, এমন কথা হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—**"ভাগবত শ্লোকময়"** ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীমদ্‌ভাগবত সমস্তই সংস্কৃত শ্লোকে পরিপূর্ণ, সংস্কৃত ব্যতীত তাহাতে সাধারণের বোধগম্য বাঙ্গালা-ভাষা মোটেই নাই। যদি বল টীকার সাহায্যে ভাগবত বুঝিবে, তাহাও নয়; কারণ, তাহার টীকাও সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত, বাঙ্গালা-ভাষায় নহে। তথাপি লোকে ভাগবত বুঝিয়া থাকে। আর এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ত সম্পূর্ণ সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত নহে, বাঙ্গালা-ভাষায়ই লিখিত; মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনবশতঃ দুচারিটী সংস্কৃত-শ্লোক বসান হইয়াছে মাত্র। আবার যে কয়টী শ্লোক দিয়াছি, আমি (গ্রন্থকার) ত বাঙ্গালা-ভাষায় তাহার অনুবাদও দিয়াছি; তথাপি লোকে ইহা বুঝিতে পারিবে না কেন ?

তার ব্যাখ্যা ভাষা করি—যে দুচারিটী শ্লোক দিয়াছি, বাঙ্গালা-ভাষায় তাহার ব্যাখ্যাও দিয়াছি; অর্থাৎ সংস্কৃত-শ্লোক না বুঝিলেও চলিবে, কারণ বাঙ্গালা-পদ্যাদিতেই তাহার মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে।

৭৮। **ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়**—শেষ-লীলার যে যে বিষয় এস্থলে সূত্ররূপে উল্লেখমাত্র করা হইল, তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হয়।

আয়ুঃশেষ—আয়ুর শেষ (বা অবশেষ); আয়ুর কিছু অবশিষ্ট। **থাকে যদি** ইত্যাদি—যদি বাঁচিয়া থাকি এবং যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়, তাহা হইলে প্রভুর শেষ-লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব।

৭৯। বার্দ্ধক্যবশতঃ কবিরাজ-গোস্বামী যে গ্রন্থ-লিখনে প্রায় অসমর্থই হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। **জরাতুর**—জরা (বা বার্দ্ধক্যবশতঃ) আতুর—(কাতর)। **মনে কিছু** ইত্যাদি—স্মরণ-শক্তিও কিছু নষ্ট হইয়াছে। **না দেখিয়ে** ইত্যাদি—চোখেও দেখি না, কানেও শুনি না। **তভু লিখি** ইত্যাদি—আমার পক্ষে গ্রন্থ লিখা অসম্ভব; তথাপি যে লিখিতেছি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপা এবং বৈষ্ণববর্গের কৃপাতেই এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে—ইহাই ধ্বনি।

৮০। **এই অন্ত্যলীলা সার**···ভক্তগণধন—মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা ভক্তগণের অতি প্রিয় বস্তু; গ্রন্থ শেষ

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥ ৮১
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সভার শ্রীচরণ,
সভে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপগোসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥ ৮২
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সভার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তক ভূষণ ॥ ৮৩
পাঞা যার আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস ॥
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের একবিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্য-
লীলাসূত্র-বর্ণনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপ-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

না হইতে আমার মৃত্যু হইলে আর বর্ণনা করা হইবে না, এই জন্য এস্থলেই অন্ত্যলীলার সূত্র করিলাম এবং তন্মধ্যে কিছু কিছু বিস্তার করিয়াও লিখিলাম।

মধ্যলীলার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কেন অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন করিলেন, এস্থলে তাহার হেতু বলা হইল।

৮২। **স্বরূপ-গোসাঞির মত** ইত্যাদি—এই গ্রন্থে কবিরাজ-গোস্বামী যে নিজের কল্পিত কোনও কথা লেখেন নাই, স্বরূপ-দামোদর যাহা জানিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরূপ-গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামী যাহা জানিয়াছেন, অথবা শ্রীরূপগোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী নিজেরা যাহা যাহা জানেন, মাত্র তাহাই যে এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—একথাই গ্রন্থকার বলিতেছেন।

৮৪। **চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা একটা বিশাল-সমুদ্র-বিশেষ। এই সমুদ্রে যে তরঙ্গ (ঢেউ) উত্থিত হয়, তাহার একবিন্দু লইয়া সেই বিন্দুরও আবার ক্ষুদ্র একটী কণিকা মাত্র কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

সিন্ধু—সমুদ্র। **কল্লোল**—তরঙ্গ, ঢেউ।